প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৬ ❖ ২২ - ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

ভস্ম বুধবার
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

২১ ফেব্রুয়ারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ভস্ম বুধবার: আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের যাত্রা

বাঙালির আবেগের নাম ২১শে ফেব্রুয়ারি

অভিনন্দন-শুভেচ্ছা
বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী
জনাব তারেক রহমান

ভক্তি-ভালোবাসায় পানজোরায় উদ্‌যাপিত সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিতে চান?

আমরা কোন সার্ভিস চার্জ নেই না...

USA/Canada/UK/Australia/Europe/New Zealand

- এ সার্ভিস চার্জ ছাড়া ভর্তি, ভিসা ও ব্যাংক সলভেন্সি এর কাজ করে দেই।

সঠিক পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:

MAC EDU Cell: **01971-035196**

কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ভর্তি চলিতেছে

উইন্ডোজ
- এম.এস.অফিস
- গ্রাফিক্স ডিজাইন
- হার্ডওয়্যার ও ট্রাবলস্যুটিং

অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত

৩৭ বছরের অভিজ্ঞতা

LAPTOP Sales & Service

SPOKEN ENGLISH

Computer Based IELTS Course

(ফ্রি-ল্যান্সিং এর উপর বিশেষ সেমিনার : সবার জন্য ফ্রি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়)

THE **MAC COMPUTER SYSTEMS**

22 Indira Road, Farmgate, Dhaka-1215

Mobile No.: **01711-035196, 01971-035196, 01752-024595**

বিজ্ঞ/৩০/২০২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র

বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube:@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০৬
২২ ফেব্রুয়ারি - ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০৯ ফাল্গুন - ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পরিবর্তন ও রূপান্তরের আবাহন: আধ্যাত্মিক সাধনা ও নতুন বাংলাদেশের প্রত্যয়

১৮ ফেব্রুয়ারি কপালে ভস্ম লেপনের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের তপস্যাকাল। পবিত্র তপস্যাকালের এই পুণ্যলগ্নে আমরা এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য এই সময়টি কেবল চল্লিশ দিনের একটি ধর্মীয় রীতিনীতি পালন নয়, বরং এটি হৃদয়ের গহীনে দৃষ্টিপাত করার এবং আত্মিক রূপান্তরের এক সুবর্ণ সুযোগ। এবারের তপস্যাকাল আমাদের কাছে এক ভিন্নতর তাৎপর্য নিয়ে এসেছে; একদিকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ে পদার্পণ করেছে, অন্যদিকে আমাদের পালনীয় এই কৃচ্ছ্রসাধনার সাথেই শুরু হচ্ছে মুসলমান ভাইবোনদের পবিত্র রমজান মাস। আত্মশুদ্ধির এই জোয়ার যেন আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে।

বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের তপস্যাকাল এবং মুসলমানদের রমজান মাস যখন সমান্তরালে চলে, তখন তা আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের এক অপূর্ব বাতাবরণ সৃষ্টি করে। ধর্মীয় গণ্ডির উর্ধ্বেও আমাদের কিছু কিছু উপলক্ষ্য দেশীয় ঐক্য'র কথা বলে। একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তেমনি একটি। এ দিনের জন্যও কত ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। আসলে ত্যাগস্বীকার ছাড়া মহৎ কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। আর উপবাস ও সিয়াম সাধনার মূল লক্ষ্য এক–আত্মসংযম এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি। এই মিল আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা একই দেশের সন্তান এবং আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রার পথ ভিন্ন হলেও গন্তব্য ও মানবিক মূল্যবোধ অভিন্ন। এই সময়ে একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের জাতীয় ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করবে।

তপস্যাকাল আমাদের শুধু বাহ্যিক আচার বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য নয়, বরং মনোভাবের আমূল পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানায়। উপবাস, প্রার্থনা এবং দয়াকর্ম–এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের জীবনকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করি। উপবাস মানে কেবল আহার বর্জন নয়, বরং নিজের অহংকার, স্বার্থপরতা এবং মন্দ অভ্যাসগুলোকে বিসর্জন দেওয়া। এমনিভাবেই ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদের জীবন পরিবর্তনের সূচনা করতে পারি।

ব্যক্তিগত জীবনের এই পরিবর্তনের আহ্বানের সাথে সাথে আমাদের জাতীয় জীবনেও বইছে নতুনত্বের হাওয়া। সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে এক নতুন অধ্যায়ে। জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে। নতুন প্রধানমন্ত্রীসহ জাতীয় সংসদের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই। একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নতুন সরকার গঠন করা যতটা আনন্দের, দেশ পরিচালনা ও রাষ্ট্র সংস্কারের চ্যালেঞ্জ তার চেয়েও বহুগুণ কঠিন। নতুন সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো–সকল মত ও পথের মানুষকে সাথে নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলা। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা নিরসন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয় নয়, এটি একটি নৈতিক পরিবর্তনেরও দাবি রাখে।

তপস্যাকাল আমাদের শেখায় কীভাবে পুরনোকে ত্যাগ করে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হতে হয়। ঠিক তেমনি, আমাদের দেশীয় রাজনীতিতেও আজ সেই রূপান্তরের প্রয়োজন। দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করাই হোক নতুন সরকারের মূল লক্ষ্য। সেবার মধ্যদিয়ে পরিবর্তিত নতুন নেতৃত্ব গড়ে ওঠুক। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিক সমাজ যদি এই সেবার আদর্শ এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা ধারণ করেন, তবেই দেশের সত্যিকার পরিবর্তন সম্ভব।

তপস্যাকালের এই পুণ্য সময় নতুন হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। আসুন, আমরা আমাদের সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ আর স্বার্থপরতা ত্যাগ করে এক নতুন জীবনের পথে যাত্রা করি। আমাদের ব্যক্তিগত রূপান্তরই হোক জাতীয় পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। ঈশ্বর এই পুণ্য সময়ে আমাদের সহায় হোন এবং আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করুন। †

তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করো না। (মথি ৪:৭)

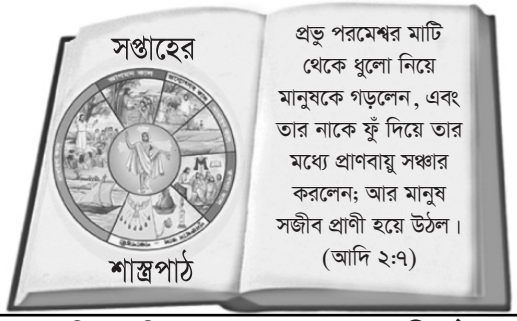

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২২ ফেব্রুয়ারি - ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
তপস্যাকালের ১ম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
আদি ২: ৭-৯ -- ৩: ১-৭, সাম ৫১: ১-৪, ১০-১২, ১৫, রোমী ৫: ১২-১৯ (সংক্ষিপ্ত ১২: ১৭-১৯), মথি ৪: ১-১১

২৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
তপস্যাকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
লেবী ১৯: ১-২, ১১-১৮, সাম ১৯: ৭-১০, মথি ২৫: ৩১-৪৬

২৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
তপস্যাকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
ইসা ৫৫: ১০-১১, সাম ৩৪: ৩-৬, ১৫-১৮, মথি ৬: ৭-১৫

২৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
তপস্যাকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
যোনা ৩: ১-১০, সাম ৫১: ১-২, ১০-১১, ১৬-১৭, লুক ১১: ২৯-৩২

২৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
তপস্যাকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
এস্থা ১৪: ১, ৩-৫, ১২-১৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৮, মথি ৭: ৭-১২

২৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
তপস্যাকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
নরেকের সাধু গ্রেগরী, সন্ন্যাসী ও আচার্য
এজে ১৮: ২১-২৮, সাম ১৩০: ১-৮, মথি ৫: ২০-২৬

২৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
তপস্যাকালের ১ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
২ বিব ২৬: ১৬-১৯, সাম ১১৯: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, মথি ৫: ৪৩-৪৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ২০০৬ সি. কামিল্লা আন্দ্রেয়লা, এসসি (রাজশাহী)

২৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ২০০৬ সি. মেরী রত্না, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি, মেরী এথেল্‌রিডা ডি'রোজারিও, আরএনডিএম (ঢাকা)

২৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৪ সি. এম. কনডিইড, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৯ ফা. উইলিয়াম মারফি, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও (খুলনা)

২৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৫ ফা. এমিল লাফন্ড, সিএসসি

২৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৩৩ ফা. জুসেপ্পে লাজ্জারোনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯১ ব্রা. লুইস লেডুক, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৭৬ ফা. ইউজিন পোয়ারিয়ে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সি. এম, উইনিফ্রেড, আরএনডিএম
+ ২০০৯ সি. মেরী শান্তি, এসএমআরএ

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

গ. "আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে"

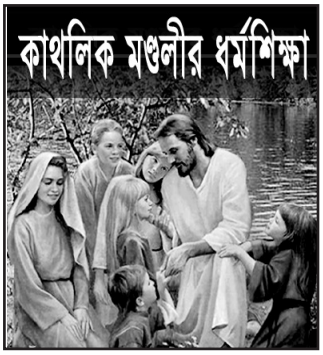

২১১০ প্রথম আজ্ঞা অনুসারে একমাত্র ঈশ্বর যিনি নিজেকে তাঁর মনোনীত জাতির কাছে প্রকাশ করেছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে পূজা করা নিষিদ্ধ। এই আজ্ঞা কুসংস্কার এবং ধর্মহীনতাকে দূষণীয় ঘোষণা করে। কুসংস্কার হচ্ছে এক অর্থে ধর্মের এক বিকৃত বাড়াবাড়ি, ধর্মহীনতা হচ্ছে বিচ্যুতির কারণে ধর্মবিরোধী অপরাধ।

২১১১ কুসংস্কার হচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতি এবং তার অনুশীলন থেকে বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি এমনকি সত্য ঈশ্বরের উপাসনাকেও বিকৃতি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন কোন বৈধ বা অত্যাবশ্যক অনুশীলনকে কোনভাবে যাদুমন্ত্রের ন্যায় গুরুত্ব আরোপ করা। প্রয়োজনীয় আন্তরিক মনোভাব ছাড়াই শুধুমাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি প্রার্থনা অথবা সংস্কারীয় চিহ্নসমূহের ফলপ্রসূতা আরোপ করলে তা কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে।

প্রতিমাপূজা

২১১২ প্রথম আজ্ঞা বহু-ঈশ্বরবাদের নিন্দা করে। এ আজ্ঞায় মানুষকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদের বিশ্বাস অথবা সম্মান করা নিষিদ্ধ। পবিত্র শাস্ত্র সর্বদা "রূপো আর সোনা, মানুষেরই হাতে গড়া: মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না, চোখ আছে তবু দেখে না, ওদের এমন এ সব অসার দেবমূর্তি তাদের দেবমূর্তিগুলি"কে প্রত্যাখ্যান করতে আহ্বান জানায়। এসব অসার দেবমূর্তি তাদের পূজারীদেরও অসার করে তোলে। "সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা, তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে।" ঈশ্বর হচ্ছেন "জীবনময় ঈশ্বর"। তিনি জীবনদাতা ও ইতিহাসের বাস্তবতায় কাজ করেন।

২১১৩ প্রতিমাপূজা বলতে শুধু মিথ্যা পৌত্তলিক পূজাকেই বুঝায় না। তা বিশ্বাসের জন্য একটা অবিরাম প্রলোভন। প্রতিমা পূজার অর্থ যা ঈশ্বর নয় তার প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করা। মানুষ প্রতিমাপূজা তখনই করে যখন সে ঈশ্বরের স্থানে সৃষ্টজীবকে, হোক তা দেবতা, অপদূত (উদাহরণস্বরূপ শয়তানবাদ), ক্ষমতা, কামনা-বাসনা, জাতি-গোষ্ঠী, পূর্বপুরুষ, রাষ্ট্র, টাকা-পয়সা ইত্যাদিকে পূজা ও শ্রদ্ধা করে। যীশু বলেন: "ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।" অনেক সাক্ষ্যমর "পশু" পূজা না করার দায়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন কি এ ধরনের পূজার ভান করতে অস্বীকার করেছেন। প্রতিমাপূজা ঈশ্বরের একক প্রভুত্বকে প্রত্যাখ্যান করে। তাই তা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ।

২১১৪ মানব জীবন সত্য ঈশ্বরের আরাধনায় তার ঐক্য খুঁজে পায়। একমাত্র প্রভুর উপাসনা করার আজ্ঞাই মানুষকে পূর্ণতা দান করে এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করে। প্রতিমাপূজা হচ্ছে মানুষের সহজাত ধর্মীয় অনুভূতির বিকৃতি। প্রতিমাপূজক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তার অক্ষুণ্নযোগ্য ধারণাকে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুতে স্থানান্তরিত করে।

দৈবজ্ঞগিরি ও যাদুবিদ্যা

২১১৫ ঈশ্বর তার প্রবক্তাদের বা অন্যান্য সাধু-সাধ্বীদের কাছেই ভবিষ্যতকে প্রকাশ করতে পারেন। তথাপি প্রকৃত খ্রীষ্টীয় মনোভাব হচ্ছে ভবিষ্যতে যা-ই ঘটুক তা না ভেবে, ঈশ্বরের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে নিজেকে সমর্পণ করা এবং এ সম্পর্কে সব ধরনের অনাবশ্যক কৌতূহল ত্যাগ করা। অবিচক্ষণতা দায়িত্বহীনতারই বহিঃপ্রকাশ।

২১১৬ সব ধরনের দৈবজ্ঞগিরি প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। যেমন: শয়তান বা মন্দ আত্মার সাহায্যে, মৃতদের উপর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার ক'রে অথবা অন্যান্য মিথ্যা উপায়ে ভবিষ্যতকে "জনাবৃত্ত" করা। রাশি-চক্র পাঠ, জ্যোতিষ বিদ্যা, হস্ত গণনা, ভাগ্য গণনা, আলোকদৃষ্টি এবং এবার শরণাপন্ন হওয়া এসবই সময়, কাল ও ইতিহাস, এবং চূড়ান্ত অর্থে মানুষের উপর ক্ষমতা অর্জন করার গোপন ইচ্ছা এবং অদৃশ্য শক্তিকে বশীভূত করার বাসনা প্রকাশ করে। এসবই একমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান, ভক্তি ও সম্ভ্রমের বিরোধী।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ এবং স্থানীয় মণ্ডলীর ভাবনা

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বজনীন। বিভিন্ন দেশ ও জাতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে মণ্ডলী স্থানীয় হতে হতে খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বজনীন রূপে প্রতিভাত হয়। যুগ যুগ ধরে এই ধারা সর্বদাই চলমান ছিল। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের মাঝে বাংলাদেশ মণ্ডলীর অবস্থান অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। এই কারণে মণ্ডলীর সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মণ্ডলীকে হতে হবে স্থানীয় বা স্থানিক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

ক ॥ দেশে নতুন সময় ও নতুন বিষয়

গেল ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অতি প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন ও গণভোট সম্পন্ন হল। অনেক শঙ্কা-উদ্বিগ্নতা, ভয়-ভীতি-সন্দেহ, হিসাব-নিকাশ, জল্পনা-কল্পনা, সম্ভব-অসম্ভব, নিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তার পরও মোটামুটি স্বতঃস্ফূর্ত, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দের সাথেই নির্বাচন ও গণভোট সম্পন্ন হয়েছে বলে সবার ধারণা। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি কাটিয়ে জাতির ৬০% ভোটাররা ভোট দিয়ে তারা প্রায় (ক) বিএনপি ৭০% (খ) জামায়াত ২০%, এনসিপি ২% এবং অন্যান্যদের বাকী শতাংশ আসনে বিজয়ী করেছে। গণভোটে ভোটাররা সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংস্কারের পক্ষে ৭০% "হ্যাঁ" এবং ৩০% "না" ভোট প্রদান করেছে। ৬০% ভোটারদের মধ্যে ১৫% ছিল তরুণরা, যাদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনে প্রথমবার ভোট প্রদান করতে পেরেছে।

২০২৪-এর জুলাই ছাত্র আন্দোলন ও বিপ্লবের পরে বাংলাদেশে এসেছে নতুন সময় এবং উৎসারিত হয়েছে নতুন বিষয়, যার ফলে এসেছে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন: ছাত্র সমাজ দেশের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছে। এই জাগরণের সাথে পরবর্তীতে একাত্ব হয়েছে দেশের আরও অনেক জনগণ। এই ছাত্র-অভ্যুত্থান বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়েছে, তরুণদের মধ্যে নতুন দেশ গড়ার চেতনা ও নিষ্ঠা জাগ্রত হয়েছে। এই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে, যেমন ইতিবাচক তেমনি অনেক নেতিবাচক ঘটনা ঘটেছে যা মানুষকে অনেক হেনস্থা ও কষ্ট দিয়েছে; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও হয়রানি ঘটিয়েছে ও মানবাধিকারে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো, বিচার ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। মবতন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ লুটপাট ও ধ্বংস করা হয়েছে। দেশের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আঘাত করা হয়েছে যা ছিল পূর্ব-প্রজন্মের জন্য অনেক বেদনাদায়ক। নিরাপত্তার অভাব ও অনিশ্চয়তা ছিল ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে প্রতিদিনের উদ্বিগ্নতা।

জাতি ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয় ৮ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে। বিগত ১৮ মাস ধরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণার পর অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে অনেক বাক-বিতণ্ডা, আলোচনা-পর্যালোচনা, দর কষা-কষি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে তিনটি বিষয়ে ঐকমত্য অর্জন করেছে: (ক) দেশের বিচার-ব্যবস্থা, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও কাঠামোর যৌক্তিক সংস্কার করা; (খ) ফ্যাসিবাদী অপরাধীদের বিচার করা এবং (গ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে "জুলাই সনদ" অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংস্কার বিষয়ে গণভোটের ব্যবস্থা করা। এই কার্যক্রম যতটুকু সম্ভব ছিল তা সম্পাদন করে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলাফল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থানের উত্তরকালে বিগত আঠারো মাস ধরে বাংলাদেশে যে সমস্ত নতুন চিন্তাভাবনা ও মন-মানসিকতার উদ্ভাবন হয়েছে তা মোটা দাগে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করছি:

(১) তরুণদের মধ্যে ভবিষ্যতের সমাজ ও দেশ নির্মাণে চেতনা, আগ্রহ, জাগরণ ও গণ-অভ্যুত্থান। এখানে জেন-জেড প্রজন্মের স্বপ্ন, চিন্তাভাবনা ও দর্শনের প্রতিফলন অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

(২) রাজনীতিতে ও সমাজ পরিচালনায় সংস্করণ ও রূপান্তরের দাবিদাওয়া: মানবাধিকার, ন্যায্যতা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রবল ইচ্ছা।

(৩) সমাজে, দেশে ও সকল প্রশাসনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

(৪) অপরাধীদের সঠিক বিচার করা এবং তাদেরকে বিচার-দণ্ড দেওয়া।

(৫) নৈতিকতার অবক্ষয়ের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ।

(৬) নৈতিক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এবং বাংলাদেশে অধিকাংশ জনগণ (৯১%) ইসলাম ধর্মের অনুসারী বিধায়, ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও আইন দ্বারা সমাজ ও দেশ পরিচালনা করার দায়িত্ববোধের উন্মেষ ও চেতনা এবং বাস্তবায়নের জন্য কথা ও কাজে পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

(৭) অন্য গোষ্ঠী, দেশ ও আন্তর্জাতিক শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং অন্যায্য সম্পর্কের অবসান করা।

(৮) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেকটাই গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

(৯) অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক ঘটনা জনগণকে একত্রিত করেছে, সংলাপে মিলিত হয়েছে এমন কি অনেক কল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত একত্রে গ্রহণ করার প্রবণতা ও সফলতা দেখা গেছে।

(১০) লক্ষণীয় একটি বিষয় যে, যা-কিছু মন্দ তা প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেরাই সেই মন্দগুলো অনেক সময় আপন করে নিয়েছে এবং অন্যের ওপর জুলুম চালানো হয়েছে। ভালো করার উদ্দেশে মন্দের আশ্রয় নিয়েছে।

এই যুগলক্ষণগুলো দেখা ও শোনার পর এ সম্বন্ধে ইতিবাচক মাপদণ্ডে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন এবং এর যৌক্তিকতা কতটুকু তা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা সমাজ ও দেশের কাজ।

খ ॥ মণ্ডলীতে নতুন সময় ও নতুন বিষয়

বেশী অতীতে না গিয়ে বিগত একটি যুগ ধরে, প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এবং বর্তমান পুণ্যপিতা পোপ লিও'র শাসনামালে বিশ্বমণ্ডলী জুড়ে আমরা নতুন সময় ও নতুন বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি। এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি মাত্র।

(১) খ্রিস্টমণ্ডলীর নবায়নের জন্য দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিগত শতাব্দীর ষাট দশকে। পোপ ফ্রান্সিস ৪ বছরআগে বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে পাওয়া খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান এবং পালকীয় সংবিধানের আদর্শ ও নির্দেশনা এখনাবধি বাস্তবায়ন হয় নি। নতুনভাবে সংবিধানের বাস্তবায়ন মণ্ডলীতে নিয়ে আসবে নবায়ন।

(২) মণ্ডলীর শিক্ষাদাত্রী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে, মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করাই হচ্ছে মণ্ডলীর মৌলিক মিশন – এই মিশনকাজে সকল ভক্তজন, সন্ন্যাসব্রতী, যাজক ও বিশপগণের সম্পৃক্ত ও তার মিশনকাজে নিয়োজিত। মঙ্গলবার্তা জীবনে ধারণ করে যে সাক্ষ্য দান করা হয় তাই হচ্ছে মঙ্গলবার্তার আনন্দময় ঘোষণা। খ্রিস্টীয় জীবনে মঙ্গলবার্তার আনন্দময় সাক্ষ্যদানই মানুষকে আকর্ষণ করে, আর সেটাই হয়ে ওঠে সার্থক মঙ্গলবার্তা ঘোষণা।

(৩) নতুনভাবে ও নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলীকে গড়ে তোলার জন্য মণ্ডলীতে এসেছে "সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী" সম্বন্ধে ধারণা এবং প্রক্রিয়া।

- সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর ধারণার মধ্যে আছে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য: (ক) মিলন ও মিলন-সমাজ (খ্রিস্টদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ: বিশপ/যাজক/সন্ন্যাসব্রতী এবং ভক্তজনগণের মধ্যে মিলন ও ঐক্য); (খ) মণ্ডলীতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও (গ) যিশুর মঙ্গলবার্তা ঘোষণার মিশন ও দায়িত্ব।
- পদ্ধতি-১: মণ্ডলীর সত্তাগত ধারণা বাস্তবে দৃশ্যমান করার জন্য একসঙ্গে যাত্রা করা ও পথচলা একান্ত অপরিহার্য; যিশুর সঙ্গে পথচলা ও অপরের সঙ্গে একসঙ্গে খ্রিস্টীয় পথচলা (খ্রিস্টদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে, সমবেতভাবে পারস্পরিক সহভাগিতা, একত্রিত ও সম্মিলিতভাবে পথ চলা) প্রথম পদ্ধতি। এখানে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- পদ্ধতি-২: পারস্পরিক সহভাগিতায় অপরের কথা শ্রবণ করা এবং পবিত্র আত্মা কী বলেন তা ঐশবাণী, ধ্যান ও প্রার্থনায় শ্রবণ করা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতি। ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ করার পদ্ধতিতে সবারই সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- পদ্ধতি-৩: আর তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিজন খ্রিস্টের বিশ্বাসীকে হতে হবে মিশনারি। "যারা দীক্ষিত তারাই প্রেরিত"। মণ্ডলীর কাজে সবারই অংশগ্রহণ।

(১) মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বর্তমান জগতে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার প্রধান মাধ্যম। সামাজিক শিক্ষা ও কর্মকাণ্ডে যে বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে তা হচ্ছে: * মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, * মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, * মঙ্গলবার্তার আলোকে মানব সংগঠনগুলোর রূপান্তর: (পরিবার, সমাজ, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান), * সামাজিক ক্ষেত্রে সবার অংশগ্রহণ, * শিশু, দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতিরক্ষায় অগ্রাধিকার, * মানব-ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা, * সৃষ্টির বিশ্বস্ত কর্মচারী হওয়া, * অধঃস্তনদের প্রতি সহযোগিতার জন্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন, * মানবীয় সমতা স্থাপন, * গণমঙ্গল বা জনমঙ্গলের অগ্রাধিকার, ইত্যাদি।

(২) খ্রিস্টমণ্ডলীর সংস্করণ ও নবায়ন: মিলনসমাজ, অংশগ্রহণ ও মিশন সম্পাদনের উদ্দেশে মণ্ডলীতে প্রয়োজন আদর্শগত পরিবর্তন ও কাঠামোগত রূপান্তর। মণ্ডলীতে সবার যাজকীয় ভূমিকা, শিক্ষা ও সাক্ষ্যদানের ভূমিকা এবং পরিচালনা ও প্রশাসনিক ভূমিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে, সকল বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণের মধ্যে সংস্করণ ও নবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

(৩) মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ যুবসমাজ বা তরুণদের প্রতি বিশেষ নজর ও মনোযোগ দিচ্ছে; তাদের কথা শোনবার চেষ্টা করছে এবং তাদের সৃজনশীল ধারণা ও সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। মণ্ডলীতে তরুণদেরকে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে; মণ্ডলীর মিশন কাজে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তরুণরা নতুনের ডাক দিচ্ছে, তারাই মণ্ডলী হওয়ার নতুন পথ প্রদর্শন করছে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট এবং মণ্ডলীর নিজস্ব প্রেক্ষাপট –– এ দু'য়ের মধ্যে আমরা অনেক সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছি। দেশ ও মণ্ডলীর পরিস্থিতি আমাদের কাছে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে খুবই স্পষ্ট ধারণা প্রকাশ করছে। সংক্ষেপে বলা যায়:

(১) উভয়ের মধ্যে দেখা যায় যে, আমরা নতুন সময়ে বাস করছি এবং নতুন নতুন বিষয় আমাদের নজরে আসছে। কালের চিহ্ন বা নিদর্শনগুলো পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছে এবং আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে।

(২) নতুন প্রজন্ম নতুন চিন্তা ও ভাবনা করছে। তারা চায় ন্যায্যতা, সমতা, স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, কথা বলার স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, জবাবদীহিতা, অংশগ্রহণ, ইত্যাদি।

(৩) পুঞ্জিভূত অনুভূতিগুলো যখন স্বাভাবিকভাবে প্রকাশের সুযোগ পায় না, তখন সেগুলো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ও বিস্ফোরণ ঘটায়।

(৪) মানুষ চায় পরিবর্তন, ব্যবস্থাপনার সংস্করণ, উত্তমের দিকে পরিবর্তন, দেখতে চায় নতুন সমাজ যেখানে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকবে, সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, সক্রিয় হবে তাদের কর্মকাণ্ডে ও দায়-দায়িত্ব পালনে।

গ ॥ নতুন সময়ে ও নতুন বিষয়ের আহ্বানে সাড়াদান

দেশ ও সমাজে এবং মণ্ডলীতে যে নতুন সময় ও নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে তা মণ্ডলীর নিকট নিয়ে আসছে নতুন ডাক এবং সে ডাকের প্রতি সাড়াদান। সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে :

(১) বর্তমানকালের নিদর্শনগুলো অতি গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং কোন দিকে এবং কোন বিষয়ে আমাদের আহ্বান আসছে তা পবিত্র আত্মার শক্তিতে নিরূপণ করা। নিদর্শনগুলো কোনভাবে অস্বীকার বা বর্জন করা ঠিক হবে না।

(২) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতির বিষয়গুলো হতে হবে মণ্ডলীর ভাবনা, সাম্প্রতিক বিষয়গুলো কোনভাবেই মণ্ডলীর ভাবনার বাইরে নয়। মণ্ডলীকে এই অবস্থাতেই খ্রিস্টের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করতে হবে, প্রৈরিতিক কাজে নিয়োজিত হতে হবে এবং তাঁর মিশন সম্পন্ন করতে হবে।

(৩) বর্তমান যুগলক্ষণের প্রেক্ষাপটে নতুন কোন্ কোন্ বিষয় আমাদের মনোযোগ দিতে হবে তা একসঙ্গে চলার নীতি অনুসরণ করে, সমবেতভাবে চিহ্নিত করা এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করা।

(৪) সাম্প্রতিক পোপ মহোদয়গণ "মন-পরিবর্তন"-এর উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এই মন-পরিবর্তন বিভিন্ন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে: মণ্ডলীর সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন, মাণ্ডলিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ও সংস্করণ, মণ্ডলীর কাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবেশ বিষয়ক মন-পরিবর্তন, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পালকীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন, যাজকতান্ত্রিক মনোভাব ও কর্মকৌশলের পরিবর্তন। সব পরিবর্তনের মূলে থাকবে জাগতিকতা থেকে মঙ্গলবার্তার দিকে পরিবর্তন বা রূপান্তর।

উপসংহারে বলা যায় যে, বিশ্বমণ্ডলী বিশ্বের দিকে এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে নতুন দিক নির্দেশনা দিচ্ছে যেন বর্তমান জগতে মণ্ডলী অর্থবহ হয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে এবং তাঁর মিশন দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইদানিং বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাংলাদেশের মণ্ডলীকে অর্থবহ, স্থানিক ও দেশীয় রূপ নিতে হলে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকাতে হবে এবং নতুন চিন্তা ও প্রক্রিয়ায় মণ্ডলীকে নির্মাণ করতে হবে এই দেশীয় মানুষ ও মাটিতে। বিশ্বজনীন মণ্ডলী ইতোমধ্যে সেই নির্দেশনা বাংলাদেশসহ সকল স্থানীয় মণ্ডলীকে দিয়েছে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সম্মিলিতভাবে একসঙ্গে অবধারণ করি, পবিত্র আত্মা বাংলাদেশ মণ্ডলীকে কী বলেন। এ কাজ শুধু মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মণ্ডলীর সকল যাজক, সন্ন্যাসব্রতী সংঘ ও ভক্তজনগণের সংগঠন এবং মণ্ডলীর সকল প্রৈরিতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মা কী বলেন তা অবধারণ করতে হবে, সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং মণ্ডলীর মিশন আরও জোরদার করতে হবে।

অনন্ত যাত্রায় আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবার ৩৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী

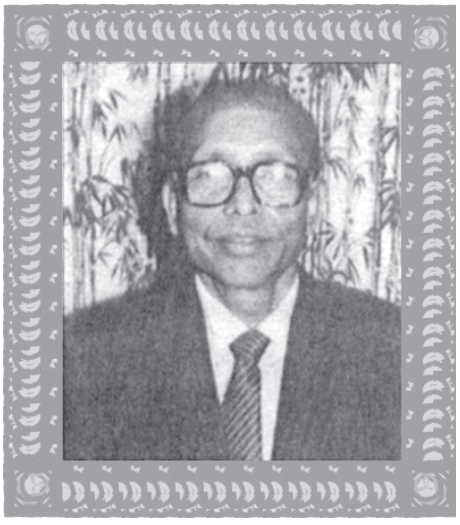

প্রয়াত প্যাট্রিক গমেজ
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
রাজনগর, রাঙ্গামাটিয়া

মহাঘুমে জাগনী এখনো বাবা
তোমার শূন্যতা খুঁজি মোরা,
দিনক্ষণ প্রতিটি মোড়ে
ব্যথায় অন্তর কেঁদে মরে ॥
সুখের দিনে তুমি নেই
কত কষ্ট করেছ জানিনে,
বিশ্বাস তুমি আছ ঊর্ধ্বে
স্বর্গরাজ্যে পিতার স্থানে ॥

প্রিয় বাবা,

সময়ের স্রোতধারায় ৩৪টি বছর মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। আবারও ফিরে এলো বেদনা বিধুর সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তুমি আমাদের শূন্য করে, কাঁদিয়ে চলে গেলে পরম পিতার কাছে। বাবা তুমি নেই, মাকে নিয়ে আমরা পাঁচ ভাই-বোন আমাদের সংসার নিয়ে এগিয়ে চলছি।

স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ ও দিক নির্দেশনাকে সামনে রেখে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে পারি।

করুণাময় সৃষ্টিকর্তা পিতা ও স্নেহময়ী মায়ের কাছে আমাদের সকলের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে চিরশান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : ছবি গমেজ

বিজ্ঞ/৩৫/২৬

ভস্ম বুধবার: আত্মশুদ্ধির ও ত্যাগের যাত্রা

সিস্টার অলি তজু এসসি

খ্রিস্ট মণ্ডলীর পঞ্জিকা অনুযায়ী ভস্ম বুধবার হলো অত্যন্ত পবিত্র একটি দিন। এটি আমাদের ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের কাছে ৪০ দিনের দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনা, প্রার্থনা এবং উপবাসের মহাযাত্রা। এই দিনটি মূলত অনুশোচনা, বিনয়ী হওয়া এবং ঈশ্বরের কাছে নিজের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার একটি বিশেষ মুহূর্ত। ভস্ম বুধবার কথাটি বা নামটি এসেছে এই দিনে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কপালে ছাই দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেয়া রীতি থেকে। ছাই হলো অনুশোচনা এবং বিনয়ের প্রতীক। এই সময়টি নিজের অন্তরে উঁকি দেওয়ার সময় এবং নিজেকে সংশোধনের সময়।

❍ **ভস্ম বুধবারের তাৎপর্য:** 'ভস্ম' শব্দটির মধ্যে এক গভীর অর্থ এবং রহস্য লুকিয়ে আছে। ভস্ম বা ছাই হলো একটি আধ্যাত্মিক প্রতীকি। এটি ধ্বংস থেকে নতুন জীবনের জন্মের একটি সূচনা। প্রাচীন ঐতিহ্যে ভস্ম মেখে অনুতাপ করা হতো, আর এ ছাড়াও ছাই ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার এবং হাঁড়ি-পাতিল ধোয়ার একটি উপাদান। সুতরাং, কপালে ছাই মাখা মানে হলো নিজের ভেতরের পাপ ধুয়ে মুছে ফেলার সংকল্প করা। আজকের দিনে কপালে ছাই বা ভস্ম দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়। যাজক যখন কপালে এই ছাই পরিয়ে দেন, তখন উচ্চারণ করেন –তুমি ধূলি এবং ধূলিতেই মিশে যাবে *(আদি:৩:১৯)*। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের এই নশ্বর শরীর ক্ষণস্থায়ী, তাই সকল অহংকার ঝেড়ে ফেলে ঈশ্বরের পথে চলাই জীবনের মূল লক্ষ্য। কপালে দেওয়া ধূলিকণা বা ভস্ম কেবল আমাদের মৃত্যুর কথাই মনে করায় না, এটি পরিবর্তনেরও প্রতীক। এটি হলো একটি আধ্যাত্মিক নবায়ন। বর্তমান সময়ে আধুনিক জীবনে যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বা সাফল্যের পেছনে দৌড়াচ্ছি, তখন ভস্ম বুধবার আমাদের থামতে বলে এবং এটি আমাদের বার্তা দেয় যে, বাইরের চাকচিক্যের চেয়ে ভেতরের শুদ্ধতা অনেক বেশি দামী। আজকের এই বিশেষ দিনে যে ছাই বা ভস্ম আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটির একটি প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, সেটি আগের বছরের তালপত্র রবিবারে যে তালপাতা বা খেজুর পাতাগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো পুড়িয়ে এই পবিত্র ভস্ম তৈরি করা হয়।

❍ **চল্লিশ দিনের আধ্যাত্মিক মরুভূমি যাত্রা:** ভস্ম বুধবারের মধ্য দিয়েই শুরু হয় চল্লিশ দিনের দীর্ঘ যাত্রা। যিশু খ্রিস্ট মরুপ্রান্তরে যে চল্লিশ দিন উপবাস ও প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন, সেই ত্যাগের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই খ্রিস্টবিশ্বাসীরা এই সময়টি পালন করেন। এই চল্লিশ দিনের দীর্ঘ যাত্রায় আমরা আনন্দ-উৎসব থেকে দূরে থাকি এবং মাছ-মাংস পরিহার করে বা আংশিক উপবাস থেকে নিজের আত্মাকে শুদ্ধি করার চেষ্টা করি। এটি কেবল না খেয়ে থাকা নয়, বরং নিজের ভেতরকার রাগ, হিংসা ও সংকীর্ণতা দূর করার একটি উত্তম সময়। এই চল্লিশ দিনের গাণিতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক রহস্য অনেকের কাছেই প্রশ্ন বিদ্ধ, কেন এই সময়কাল ঠিক চল্লিশ দিনই হয়! এই সময়ে চল্লিশ দিনের

মধ্যে রবিবার গুলোকে ধরা হয়না, কারণ রবিবার দিনটি যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ বহন করে। আমাদের পবিত্র বাইবেলে 'চল্লিশ' সংখ্যাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নোহের মহাপ্লাবনের সময় বৃষ্টি হয়েছিল চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত, ইস্রায়েলীয়রা মরুভূমিতে চল্লিশ বছর ধরে যাত্রা করেছিলেন এবং প্রভু যিশু তাঁর প্রৈরিতিক কাজের আগে নির্জন মরুভূমিতে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত প্রার্থনা ও উপবাসের মধ্য দিয়ে শয়তানের মোকাবিলা করেছিলেন। তাই মহা উপবাসের এই চল্লিশ দিন আমাদের জীবনের একটি আধ্যাত্মিক মরুভূমি যাত্রার মতো, যেখানে আমরা প্রলোভন জয় করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করি।

❍ **বর্তমান জীবন বাস্তবতায় ভস্ম বুধবার:** বর্তমান অস্থির বিশ্বে, যেখানে মানুষ ভোগবিলাস আর স্বার্থের পেছনে ছুটছে, সেখানে ভস্ম বুধবার মনে করিয়ে দেয় বিনয়ী হতে। এটি আমাদের শেখায় ক্ষমতার বড়াই করা বৃথা, কারণ শেষ পর্যন্ত মানুষকে মাটির কাছেই ফিরে যেতে হবে। তাই বেঁচে থাকাকালীন, শান্তি ও ভালোবাসা প্রচার করাই প্রকৃত ধর্ম। আজকের এই অতি আধুনিক যুগে ভস্ম বুধবার আমাদেরকে যান্ত্রিক জীবনের এক পরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কেননা এখন আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের নিখুঁত প্রমাণ করার এক প্রতিযোগিতা চলছে। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করি নামী-দামী পোশাক, দামী খাবার ও টাকা-পয়সা দিয়ে। কিন্তু আমাদের কপালে যে ছাই লেপে দেয় তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এই সমস্ত বাহ্যিক চাকচিক্য একদিন ধূলিতে মিশে যাবে। ফেইসবুক প্রোফাইলের লাইক, কমেন্ট, শেয়ার বা ফলোয়ার সংখ্যা নয়, বরং দিনের শেষে মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আর হৃদয়ের সরলতাটুকুই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। আমাদের বর্তমান যান্ত্রিক জীবনে অহমিকার কারণে মানুষের সাথে মানুষের দূরত্ব বাড়ছে। ভাই-বোনের সাথে বিবাদ, বন্ধুর সাথে মান-অভিমান এইসব আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। তাই ভস্ম বুধবারের মূল বার্তা আমাদের আহ্বান করে অনুশোচনা করার। বাস্তব জীবনে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে নশ্বর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দয়া ও পরোপকারের কাজে লাগানোই এই দিনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে দেখা যায়, বর্তমানে অনেক পরিবারে এই বিশেষ দিনে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। আর সমাজের বিত্তবানরা এই সময়ে বিলাসিতা কমিয়ে সেই অর্থ দরিদ্রদের কল্যাণে ব্যয় করেন। ভস্ম বুধবার এখন কেবল গির্জার ভেতর সীমাবদ্ধ নেই, এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও ক্ষমা ও সহনশীলতার বার্তা ছড়াচ্ছে।

❍ **পরিশেষে:** ভস্ম বুধবার হলো শুধু কপালে ছাই মাখার একটি প্রথা নয়, এটি একটি মানসিক পরিবর্তনের শুরু। প্রতিটি বিশ্বাসীকে সুযোগ করে দেয় নিজের জীবনকে পুনরায় পর্যালোচনা করার। এটি একটি যাত্রার শুরু, গন্তব্য নয়। এই দীর্ঘ পথ আমাদের নিয়ে যায় পুণ্য শুক্রবারের সেই ত্যাগের দিকে এবং পরিশেষে পুনরুত্থানের সেই মহিমান্বিত আনন্দের দিকে। ত্যাগের কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া পুনরুত্থানের মহিমা আস্বাদন করা যায় না। কপালের ধূলি বা ছাই আমাদের মাটি ও মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যায়। আসুন, কেবল নামমাত্র আচার-রীতি পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা যেন সত্যিকারের ক্ষমাশীল ও দয়ালু মানুষ হয়ে উঠি। ধূলির মতো তুচ্ছ না হয়ে বরং ত্যাগের গন্ধে সুবাসিত হই। ❑

প্রায়শ্চিত্তকাল: ঈশ্বরের ভালোবাসা উদ্‌যাপন

ফাদার জনি হিউবার্ট গমেজ

মানবজীবন নিরবধি সম্মুখপানে ধেয়ে চলছে। কখনো হয়তো আমরা পথ ভুলে যাই, চলার পথে হোঁচট খাই, সমস্যায় জর্জরিত হই, উৎসাহ হারিয়ে ফেলি, কিংবা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ি। যাই হোক না কেন আমাদের কিন্তু হারিয়ে যাবার কোন ভয় নেই, কেননা যিশুই যে আমাদের জীবনপথে সহচর, পথ প্রদর্শক ও গন্তব্য। তপস্যাকাল যেন আমাদের বিবেকের মূর্তমান আয়না। আমাদের জীবন সুন্দর ও পরিপাটি রাখতে তপস্যাকালের দাবি পূরণ করতে হবে। প্রায়শ্চিত্তকালের দাবি আমাদের হৃদয়ের যত কালিমা দূর করতে তাগিদ দেয় এবং তপস্যাকালের অর্জন আমাদের জীবনে শত পুণ্য অর্জন করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। মানুষের হৃদয় কখনো ডাস্টবিন হতে পারে না যে আমরা আমাদের পঙ্কিলতা ও নোংড়ামিগুলো সংরক্ষণ করে রাখবো, বরং আমাদের অন্তর, প্রকৃতপক্ষে শোধনাগার হওয়া উচিৎ। যেখানে আমাদের জীবনের সমস্ত গাদ ও জঞ্জালগুলো ঝেড়ে ফেলে, অর্থাৎ আমাদের সকল পাপের ক্ষমা দিয়ে ও ক্ষমা নিয়ে আমাদের ধ্রুব স্বরূপ, আমরা যে পবিত্র ঈশ্বরের সন্তান সেই পরিচয় প্রকাশিত ও বিকশিত করতে পারি। সেজন্যই প্রায়শ্চিত্তকাল যেন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ উদ্‌যাপনের মহোৎসব।

প্রায়শ্চিত্তকালে আধ্যাত্মিকতা হলো: তপস্যাকাল নিশ্চিত করে যে আমরা কেউই পরিত্যাজ্য নই, কিন্তু পরিত্রাণের নিমিত্তে আমরা সবাই আহূত। আমরা প্রায়শ্চিত্ত করি যেন দণ্ডিত না হই এবং তপস্যা করি যেন স্বাধীন হই। তাই ভস্ম-তিলক আমাদের মলিন করে না, অধিকন্ত আমাদের পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত করে তোলে। যাজক ভস্ম দিয়ে কপালে যখন ক্রুশের চিহ্ন এঁকে দিয়ে বলেন, "হে মানব, স্মরণ কর যে তুমি ধূলি; এবং ধূলিতেই আবার ফিরে যাবে," তিনি বাস্তবিকই বলতে চান যে পুণ্যতায়ই মানবের সূচনা এবং পুণ্যতায়ই তার পরিণতি; মধ্যিখানে এই যে পবিত্র হওয়ার সাধনা শুধুই মানবজীবনের তপস্যাকালকে নির্দেশ করে। তাই ক্রুশ হয়ে ওঠে আমাদের পথ, পাথেয় ও আশ্রয়। অনুরূপভাবে, ক্রুশের পথ হয়ে ওঠে জীবনের পথ, কালভারী হয়ে ওঠে পথের সম্বল এবং পরিত্রাণ হয়ে ওঠে গন্তব্য। দিনান্তে আমরা যেন সবাই কম-বেশি রোবট হয়ে যাচ্ছি। ভালো-মন্দের নিকাশ করার অবকাশ না পেলেও কেবল লাভ-ক্ষতির হিসাব নিয়ে বড্ডই ব্যস্ত আছি। সত্যি বলতে কি আমাদের রোমান্টিক হওয়া একান্ত জরুরি, কেননা লাভ-ক্ষতির তোষামদি ছেড়ে আমাদের ভালো-মন্দের বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

প্রায়শ্চিত্তকালে অনুধ্যান হলো: সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার মিলন, অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন। তাই তপস্যাকাল হলো মিলনের পথে ভালোবাসার ছন্দময় যাত্রা, যেখানে মানবজীবন দান ও ঐশজীবন গ্রহণ একই সময়ে সংঘটিত হয়। আমরা পরস্পরকে কতটুকু ভালোবাসতে পেরেছি তার উপর নির্ভর করে আমাদের কৃচ্ছ্রসাধনার সার্থকতা। যদি নিজেরা আমাদেরকে নিয়ে ভাবতে বসি তাহলে আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাবো যে আমরা নিজেদেরকে গড়িনি, বরং এমন একজন আমাদেরকে গড়েছেন যিনি মহান, উত্তম ও উৎকৃষ্ট। সত্যিই ঈশ্বর আপন উদারতায় আমাদেরকে সবটুকু ভালোবাসা ঢেলে দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাইতো তিনি আমাদেরকে ভালোবাসতে এতটুকুও কমতি রাখেননি। কত বিচিত্রভাবেই না তিনি স্বীয় প্রেম আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে যাচ্ছেন। অপরূপ আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দান, যা আমাদেরকে চিরন্তন আনন্দ দেয়। ঐশ অনুগ্রহ আমাদেরকে সুখী মানুষ করে গড়ে তুলে। এই সুখ ও আনন্দের আতিশয্যে আমাদের জীবন হয়ে ওঠে আড়ম্বরপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য। আমরা আমাদের জীবনের অর্থ খুঁজে পাই। এই জীবনবোধ আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরাগী করে তোলে। ফলশ্রুতিতে আমরা আমাদের দীনতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে আরো সচেতন হয়ে ঐশ দয়া ও অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে উঠি। আমাদের কৃতজ্ঞ অন্তর ঐশ প্রেমের চিরকাঙ্গাল। ঈশ্বর দু'হাত ভরেই আমাদের চাওয়া ও আবদার পূর্ণ করে থাকেন। এমনিভাবেই আমাদের দীন হৃদয় ঈশ্বর ঐশর্যশালী করে তোলেন। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকটি উপকরণই আমাদের ভালোবাসার পাত্র, কেননা স্রষ্টার প্রত্যেকটি সৃষ্টিই যে মঙ্গলময়। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই হলেন সকল ভালোবাসার উৎস ও আদর্শ কৃচ্ছ্রসাধক। তিনি সবাইকে সমভাবে ভালোবাসেন। তপস্যাকাল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা হলাম রাজ বেশে ভিক্ষুক, আর যিশু হলেন ভিক্ষুক বেশে রাজা। তাই তো তিনি এত মহীয়ান। ঈশ্বরের নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় আন্তরিক অংশগ্রহণই হলো যথার্থ কৃচ্ছ্রতাসাধন।

প্রায়শ্চিত্তকালে আহ্বান হলো: প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের প্রেম নিবেদন করতে স্বর্গ ছেড়ে এই মর্ত্যে নেমে এসেছেন যেন আমরা তাঁর প্রেমকাহিনী জগতে সর্বত্রই প্রচার করি। প্রভু, তুমিই সত্য। বর দাও আমরা যেন দিবানিশি সত্য প্রচার করতে পারি। তুমিই পথ। আমরা যেন সর্বদা সত্য পথে চলি। তুমিই জীবন। আমরা যেন অনুক্ষণ সত্য জীবনের সন্ধান করি। প্রভু, তোমার বাণী আলোকময়। আমাদের জীবনকে প্রজ্বলিত কর যেন আমি অন্ধকারে জ্বলন্ত মশাল হয়ে বহু মানুষকে আলোর সন্ধান দিতে পারি। তোমার বাণী জীবনময়। আমাদের জীবনকে বাণীময় কর যেন আমরা সবাইকে পরিত্রাণের কথা বলতে পারি। তোমার বাণী আনন্দময়। আমাদের জীবনকে আনন্দময় কর যেন আমরা সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে আনন্দ প্রচার করি। প্রভু, আমরা তোমার মতো প্রেমিক পুরুষ হতে চাই যেন সারাটি জীবন ভগবানের অনন্ত প্রেমই অনুসন্ধান করি এবং মানুষের অন্তরে তা ঢেলে দিতে নিজেদেরকে নিংড়ে দিতে পারি। জগৎ ও জীবনের প্রতি আমাদের প্রেম যেন কখনো কমতি না হয়। আমাদের তোমার অঞ্জলিতে তুলে নাও, পরম মমতায় আগলে রাখ এবং ভালোবাসায় অবিরাম স্নাত কর। প্রভু, তুমিই হও আমাদের সাধনা ও আধ্যাত্মিকতা। আমরা শুধু তোমাকেই অনুস্মরণ ও অনুকরণ করতে ইচ্ছা করি। তুমিই আমাদের ধ্যান ও জ্ঞান। আমরা কেবলই তোমার হতে চাই। তোমার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম যেন হয় আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম। তুমি যেমন মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছো, সমরূপে আমরাও যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনমণ্ডলীর কল্যাণে ও মঙ্গলার্থে আত্মনিয়োগ ও আত্মদান করতে ব্যাকুল হই, এই অনুগ্রহ আমাদের প্রদান কর। প্রভু, তোমার মস্তকে কণ্টক-মুকুট। তুমি আমাদের প্রতিভা, বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা দিয়ে মুক্তিদায়ী পরিকল্পনা রচনা কর। তোমার হস্তদয় বিদ্ধ। তুমি আমাদের হাত দিয়ে পবিত্রকারী কাজ পরিচালনা কর। তোমার পদযুগল বিদ্ধ। তুমি আমাদের চরণ দিয়ে জীবনদায়ী পথের সন্ধান দিতে সকল মানুষের দ্বারে দ্বারে যাও। তোমার হৃদয় বিদ্ধ। তুমি আমাদের হৃদয় দিয়ে সকলকে প্রেমের কথা বল। তুমি বলেছ যে, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত তুমি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছ। প্রভু তোমাতেই আমরা নিরাপদ। তুমি আমাদের শক্তি ও সাহস দান কর যেন আমরা অনন্ত ভালোবাসায় নিজেদেরকে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করতে পারি। আমরা যেন সদা জানতে পারি ভালোবাসার জন্যই কেবল ভালোবাসতে হয়। তাই তো নিজেদেরকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে আমাদের নেই কোন ভয়।

(বাকি অংশ ১২ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন ...)

বাঙালির আবেগের নাম একুশে ফেব্রুয়ারি

সুনীল পেরেরা

আমরা বাঙালি। জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয় আমরা মঙ্গোলীয়দের বংশধর। তাদের নিজস্ব একটা ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল। সেটাই ছিল বাঙালির সংস্কৃতির ধারা। বাঙালির চেতনায়, স্নায়ুতে ও রক্তধারায় তা মিশে আছে। যুগযুগ ধরে তা পরিবর্তিত হয়েছে কালের ধারায়। এখন আমরা যে ভাষায় কথা বলি তা হয়েছে অনেক বিবর্তনের পর চর্যাপদ থেকে ভাষার বিবর্তন হয়ে আসছে।

বাঙালির গর্ব ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ভাষার জন্য কেউ প্রাণ দেয়নি। ভাষার কোন মাসও নেই। এ মাসেই বাঙালি উজ্জীবিত হয় নতুন ভাবে। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতিসত্তার মূল ভিত্তি। অমর একুশের শাণিত চেতনার সঙ্গে গর্বের বাংলা ভাষা বাঙালির অস্তিত্বের অংশ। এই চেতনা বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। ভাষা শহীদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত একুশের চেতনা শুধু বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়নি, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ মনোভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটায়। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যথোপযুক্ত বাহন হলো মাতৃভাষা। মায়ের ভাষার কথা বলার মত এমন পরিতৃপ্তি অন্য কোনভাবেই সম্ভব নয়। বাঙালির জাতীয় জীবনে যেসব দিনের অপরিসীম গুরুত্ব বিদ্যমান তার মধ্যে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বা শহীদ দিবস অনন্য মর্যাদার অধিকারী। একুশে ফেব্রুয়ারির মাধ্যমে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছে, একুশের পথেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্বীকৃতি আনতে পেরেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি একটি অবিস্মরণীয় দিন যা অনাগত কালেও যুগ যুগ ধরে জাতিকে প্রেরণা দান করবে। একুশের চেতনা তখন জাতীয় জীবনের মর্মমূলে এক উদ্দীপনা ও আত্মত্যাগের মহান উৎস হিসেবে বিবেচিত।

মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা আদায়ের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে তাতে যোগ হয় এক নতুন মাত্রার। ভাষার জন্য বাঙালি প্রাণ উৎসর্গ করে বাঙালি জাতি এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটায়। একুশের চেতনাই বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উপনীত হতে প্রেরণা দিয়েছিল। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির আত্মত্যাগের মহান নিদর্শন আর স্বাধীনতা বাঙালির শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অর্জন। একুশ এখন এক সংগ্রামের,নাম, একুশ এখন এক চেতনার নাম। একুশ এখন স্বাধিকার আন্দোলন, সব রকম শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাম।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম হয় পাকিস্তানের। আমরা হলাম পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। তাই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান আইন সভার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবী জানিয়েছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে একুশে ফেব্রুয়ারিতে তার চূড়ান্ত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। ফলে বরকত, আলাম, রফিক, জব্বার সহ আরও অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। রাতারাতি তৈরি হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। পরবর্তীতে এই শহীদ মিনার বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার, চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। ভাষা আন্দোলনের ভূমিতে বেড়ে উঠেছে নব আঙ্গিকে বাঙালি জাতীয়বাদ। বাঙালিত্বের চেতনায় মূর্ত হয়ে ওঠেছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে, গানে গানে। তার লেখা গানে "আমার সোনার বাংলা, বাংলার মাটি বাংলার জল; স্বার্থক জনম আমার" প্রভৃতি গানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নানারূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল এই অসম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পরে বাঙালির সবকয়টি গণআন্দোলনে বাঙালির একতা ও আত্মবিসর্জনের প্রতীক হয়ে একুশের চেতনা কাজ করেছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এই একুশের চেতনায় বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ শুধু বাঙালির নয়; একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বের। "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?" এই বেদনাতুর গানের করুণতম সুর-মূর্ছনা বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত জনগণের প্রভাতফেরিতে যেন অনুবর্ণিত হয়ে উঠেছে। একুশের মহান চেতনা আজও জাতির জীবনের মর্মমূলে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয় শহীদ দিবস হিসেবে। অর্ধশতাব্দীর আগেকার এক চরম আত্মত্যাগের দিনের কথা বাঙালি স্মরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় অশ্রুবিসর্জন করে আর অমর শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে নিজেরা আত্মত্যাগের দৃপ্ত শপথে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। একুশের চেতনা সংকটে শক্তি যোগায়, উদ্দীপ্ত করে, উৎসাহিত করে। তাই একুশ আসে বারবার জাতিকে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করার জন্য।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিশ্বের সকল জাতির মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মাতৃভাষার জন্য আত্মদান পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। একুশ আমাদের মায়ের ভাষা, গানের ভাষা, প্রাণের ভাষা। বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের ১৭৭টি দেশের সর্বসম্মতিক্রমে ইউনেস্কো ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একুশ আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছে। একুশ আমাদের চেতনার প্রতীক। একুশের চেতনায়, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু বিগত ৫৫ বছরেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারিনি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণ যেভাবে হওয়ার দরকার সেভাবে হচ্ছেনা। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। আশার বিষয় বর্তমানে সারা বিশ্বে ১৯১টি দেশে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ গৌরব বাংলাদেশের মানুষের জন্য, বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষের জন্য।

অপরাপর শ্রেষ্ঠ ভাষার সংশ্রব ব্যতীত একটি ভাষা কখনোই সমৃদ্ধ হতে পারেনা। ২৮ কোটি মানুষের ভাষা বাংলা। তাই বাংলা সাহিত্যকে ছড়িয়ে দিতে হবে পৃথিবীর অপরাপর সমৃদ্ধ ভাষায়। বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষার লেখকদের নিয়ে যেতে হবে। তবে সঠিক বাংলা এবং শুদ্ধ বাংলার ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। সেজন্য আরও চর্চা ও বিকাশের দরকার। ভাষা টিকে থাকে তার প্রয়োগের উপর। বাংলা ভাষাকে বিকৃতি কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে লেখক, প্রকাশক ও ভাষাবিদদের আরও সচেতন হতে হবে। কারণ শুদ্ধ ভাষার একটি সৌন্দর্য, মাধুর্য ও উচ্চমার্গীয় প্রকাশ আছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাদেশে অনেক আদিবাসী রয়েছে। যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। এসবকেও স্বীকৃতি দিতে হবে, পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে; তাদের ভাষা চর্চা ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে উন্নত ও সমাদৃত। এদেশের ৯০ ভাগ মানুষই বাংলার কথা বলে। তবু জাতি হিসেবে আমাদের উচিৎ সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের অধিকার রক্ষার প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ❑

প্রবাসে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা-১

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

সংস্কৃতি হল প্রবহমান নদীর ধারারমতো। এই ধারার গতি-প্রকৃতি আছে। আছে রূপান্তর। কিন্তু মৃত্যু নেই। গণ-মানুষের জীবনচর্চার ও চর্যার বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপই সংস্কৃতি। কালের পরিক্রমায় চলমান মানুষের সামাজিক জীবনযাপন-পদ্ধতি, ধারাবাহিক ঐতিহ্য, প্রজন্ম-পরম্পরা আচার-বিশ্বাস-প্রথা, ভূয়োদর্শন, ভাব-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা, উৎপাদন-উদ্ভাবন, এই সবই সংস্কৃতির মৌল উপকরণ।

বাঙালি স্বভাবগত ভাবেই সংস্কৃতিপ্রবণ। যাপিত জীবনের কর্মকাণ্ডে, সে তাঁর হৃদয়ে উৎসারিত আবেগের ধারায় নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটিয়ে এসেছে। ইতিহাসে তার বর্ণনা আছে। এই ইতিহাস হাজার বছরের সাক্ষ্য দেয়। জন্মের পর থেকেই বাঙালি তার নিজের আবাসের আবাহনে বায়ু, মাটি, জলের স্পর্শে নিয়ত পরিস্নাত হয়েই বেড়ে উঠেছে। তার সাথে সে তার সত্তায় মিশে থাকা আচার-আচরণ তথা সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন করে এসেছে পরম মমতার সাথেই। বাঙালির সামগ্রিক যাপিত জীবনের কর্মকাণ্ডে সচেতন-অবচেতন মনেই এই সংস্কৃতিকে বিকাশে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে এসেছে।

তবে এককালে 'ঘরকুনো' খ্যাত বাঙালি নিজেকে আর তা করে রাখেনি। সে তার চারপাশের আঙ্গিনাকে বিশ্বজগত ভেবে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। মাঠের ঘাটের পরিধিতে থেকে সে যখন 'জীবন জীবিকার জন্য' ব্যস্ত হয়ে উঠছে, একসময় সে নিজেকে তার আঙিনায় আর আটকে রাখতে চায়নি। তাই সে, নিজের উঠান পেরিয়ে বাপ-দাদার চৌহদ্দি অতিক্রম করে আকাশে উড়াল দিয়েছে। সুযোগ বুঝে গভীর সমুদ্রপথেও পাড়ি জমিয়েছে। মোদ্দা কথা হলো, সে তার পরিপার্শ্বকে অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে সে নিজেকে 'বাস্তুচ্যুত' করতেও দ্বিধা করেনি।

এখন প্রশ্ন, 'বাস্তুচ্যুত' এই বাঙালি কি' সংস্কৃতিচ্যুত' হয়ে পড়ছে? জন্মের পর থেকেই বাঙালি তার নিজের আবাসের আবাহনে বায়ু, মাটি, জলের স্পর্শে নিয়ত পরিস্নাত হয়ে বেড়ে উঠেছে। তার সাথে সে তার সত্তায় মিশে থাকা আচার-আচরণ, যাপিত-জীবন ধারা তথা সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন করে এসেছে পরম মমতার সাথেই। কিন্তু এক সময় সে যখন 'জীবন জীবিকার জন্য' ব্যস্ত হয়ে উঠছে, তখন সে নিজেকে তার আঙ্গিনায় আর আটকে রাখতে চায়নি। তাই সে, নিজের উঠান পেরিয়ে বাপ-দাদার চৌহদ্দি অতিক্রম করে আকাশে উড়াল দিয়েছে। বাঙালি তার অর্জিত শিক্ষা অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে, বিদেশের মাটিতে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। অনেক সময় সে উপলব্ধি করেছে, তার পায়ের নিচে মাটি তাকে গ্রহণ করতে চাইছে না। কিন্তু বাঙালি হেরে যাওয়ার পাত্র নয়। যেভাবেই হোক, এই প্রবাসে তাকে টিকে থাকতেই হবে। প্রবাসের মাটি কামড়ে, পড়ে থাকতেই হবে। সে তাই জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অমানুষিক, অবর্ণনীয় কায়িক পরিশ্রমে নিজেকে খাপ খাওয়াতে দুর্নিবার প্রচেষ্টা চালায়। রাতদিন নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। আবার অনেকে, একটু ভালো থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অনেক উচ্চশিক্ষার জন্য এবং ভালো ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য দেশের বাইরে পা বাড়ায়। তারা স্কলারশিপ এবং ভালো সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। ভালো রেজাল্টও করে। তারপর? তারপর দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা, মন থেকে উবে যায় তার। সে ভাবে, কী হবে আর দেশে ফিরে? ওখানে তো ভালো সুযোগ-সুবিধা নাই। তাছাড়া আছে প্রশাসনিক সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা... ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই তো আর হুমায়ূন আহমেদ এবং জাফর ইকবাল নন। তারপরও তাঁদের মতো, কেহ কেহ নাড়ির টানে ফিরে যান নিজের দেশে। কিন্তু সকলে নয়!

তারপরও দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঙালিরা মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, লালন, হাছন রাজা, নজরুল, জসিমউদ্দিন এর প্রাণবন্ত কোলাহলমুখর আলোয় তাঁদের স্বকীয়তার দীপ্তি নিয়ে ঝলসে ওঠেন। নিজেদের মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে, দেশের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বিদেশের মাটিতে অভিবাসী হওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে, বিগত কয়েক শতাব্দীতে তার গুরুত্ব এবং ব্যাপ্তি বেড়েছে ব্যাপক। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে, শিক্ষার এবং পেশার বহুমুখীকরণের ফলে মানুষ স্বেচ্ছায় এবং বাধ্য হয়েই অতীতের চেয়ে অনেক বেশি হারে বিদেশে গমন করে স্থায়ী অভিবাসী হচ্ছেন। আবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় এবং পারিবারিক কারণেও নিজেদের দেশ ছাড়তে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। তাই এক সময় 'ঘরকুনো' অভিধায় পরিচিত বাঙালি দেশান্তরী হয়েছেন।

এই ধারা এখন আগের মাত্রা অতিক্রম করেছে! বাঙালিরা যাঁরা স্বদেশ অর্থাৎ ভারত বা বাংলাদেশ ত্যাগ করে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে থিতু হচ্ছেন, তাঁরা তো প্রবাসী বটেই। প্রবাস জীবনের নানামাত্রিক বাস্তবতার ও তার অভিব্যক্তির সাথে খাপখাইয়ে নিতে বাঙালি অহর্নিশি ব্যস্ত থাকেন। তার মাঝেই এই বাঙালি তাঁর মননে প্রোথিত শেকড়ের টান অনুভব করেন।

দেখা গেছে, বাঙালি পৃথিবীর যে প্রান্তেই গেছে, সত্তায় তার নিজের সংস্কৃতিপ্রবণ 'বাঙালি' স্বভাবকে এবং মুখে মাতৃভাষা বাংলাকে সঙ্গী করেই নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি, প্রাণপণ তাঁর আচার এবং মাতৃ ভাষাকে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। তাই বাঙালি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই, প্রবাসের ভিন্ন আবহাওয়ায় পিছনে রেখে আসা নিজের দেশের পরিবেশ তৈরি করতে মনোনিবেশ করেন। দেশ ও মাটিবিহীন আবহে বাঙালি ঐতিহ্যের শেকড় আঁকড়ে ধরে জীবনযাপনে ব্রতী হন। এক রকম শর্তহীনভাবেই, প্রবাসের মাটিতে বয়ে আনা চেতনার রসে সেই শেকড় ভিজিয়ে রাখেন। প্রবাসের মাটিতে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা বাঙালি, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকেও যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব চেষ্টা করেন নিজের সাথে জড়িয়ে রাখতে। তবে এ কথা সত্য, প্রবাসের মাটিতে বেড়ে ওঠা তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম এক সময় বাঙালিয়ানাকে ভুলে যায়! তারা নিজেদের আর জড়াতে চায় না এই 'মেঠো' এবং 'গেঁয়ো' বাঙালির সাথে! বোধকরি, এটাই স্বাভাবিক। বাংলায় লেখা-পড়া তো দূরের বিষয়! বাংলায় কথা বলাও তাদের কঠিন হয়ে পড়ে! প্রবাসের মাটিতে স্থায়ী হওয়া বাঙালির প্রথম প্রজন্ম, ঘরে-বাইরে বাংলায় কথা বলা, লেখাপড়া জানলেও তার পরবর্তী প্রজন্ম থেকে এই ধারায় ভাটা পড়তে থাকে। এবং দেখা যায়, তৃতীয়-চতুর্থ প্রজন্ম নিজেদের বাঙালি পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে! বিষয়টি জাতীয়তাবোধে সমৃদ্ধ বাঙালির জন্য নিদারুণ কষ্টের হলেও, এই কঠিন সত্যকে মেনে নিতেই হয়! তাই দেখা যায়, প্রবাসে আগত প্রথম প্রজন্ম বাঙালি তার সংস্কৃতির নানাবিধ বিষয় নিয়ে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে, তার দ্বিতীয় প্রজন্মকে সেখানে অংশগ্রহণ করাতে পারে। কিন্তু তৃতীয় বা তার পরের প্রজন্মকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না! এটি প্রথম প্রজন্মের বাঙালির পক্ষে মেনে নেয়া কঠিন! তারপরও বাস্তবতার নিরিখে তাকে মেনে নিতেই হয়!

প্রবাসে বসবাসরত অভিবাসী বাঙালিরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের

প্রকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলছেন। এখানে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজনে, বিভিন্ন মাধ্যমে পুরো দেশকে ও জাতিকে উপস্থাপন করে চলেছেন। এই চর্চার মধ্যে রয়েছে বাংলা সংবাদ মাধ্যম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠন, নিয়মিত সাহিত্য আড্ডা, অমর একুশে পালন, এই দিন উপলক্ষে বইমেলা, আলোচনা অনুষ্ঠানে, বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন, দেশীয় লোকসংস্কৃতির প্রদর্শনী, জাতীয় ও আঞ্চলিক খেলাধুলা, বৈশাখী মেলা, ঈদ-পূজা-বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা, ইন্টারনেট পত্রিকা, এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই সাহিত্য দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা, নিজস্ব পরিচয় সংকট, এবং বিশ্বায়নের প্রভাবকে তুলে ধরে।

প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে নানাবিধ সমস্যা এবং প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও, বাঙালিরা বাংলা ভাষার চর্চা অব্যাহত রেখেছেন এবং ভাষারীতি, বানান, ও ছন্দ নিয়ে কাজ করছেন। বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্রপ্রতিম কৃতি মানুষদের জীবন, কর্মসাধনা ও অমর শিল্পমাধুর্য নিয়ে 'অভিসন্দর্ভ' রচনা করে চলেছেন। তাঁদের কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে, বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন। তাঁরা বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলা ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, বাংলা সাহিত্যের আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহিত্য ফোরামে, সমাদৃত হয়ে বাংলা সাহিত্য নিজের স্থান করে নিচ্ছে।

প্রবাসের মাটিতে বাংলা সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা আগে যেমন হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বর্তমান সময়ের তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে তার সুযোগ ও ব্যাপ্তি বেড়েছে অকল্পনীয় ভাবে! এবং প্রচারের ও প্রসারের গতিও বেড়েছে তার চেয়ে বেশি। এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে, মানুষ তার চিন্তা ও কর্ম তাৎক্ষণিক মাত্রায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিশ্বব্যাপী। বাঙালিও বসে নেই। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলছেন, বাঙালিও! ফ্রান্সে বসে মাইকেল মধুসুদন দত্ত লিখেছেন,বাংলা ভাষায় সনেট বা 'চতুর্দশপদী কবিতা'। সৈয়দ ওয়ালীউল্লা লিখেছেন 'লাল সালু' উপন্যাস। এই ফ্রান্সে অবস্থান করে, শিল্পী শাহাবুদ্দীন তাঁর অমীয় ছবি আঁকার সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান সময়ে অনেক লেখক-কবি, বাংলায় তাঁদের সাহিত্য রচনা অব্যাহত রেখে চলেছেন। বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমান সময়ে, লেখক-কবিদের সৃষ্টি বিশ্ববাজারে অনলাইনভিত্তিক বিপনণের সুযোগ পাচ্ছে। উৎসাহী পাঠকসমাজ খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছেন তাঁদের প্রিয় লেখক-কবিদের বই। এমনকি অনেক অনলাইনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা, সাময়িকী ইত্যাদি পিডিএফ এবং ইবুক আকারে সহজলভ্য করে দিচ্ছে সবার জন্য। এখন পাঠকরা তাঁদের ইচ্ছামতোই ঘরে, বিমানে, ট্রেনে, বাসে, নৌযানে অবস্থান করে, কম্পিউটারের বা মোবাইলের পর্দায় পছন্দের বিষয় পাঠ করতে পারছেন। লেখক-কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক তাঁদের অবস্থান থেকে, স্বল্প সময়ে তাঁদের লেখা ও ছবি পাঠিয়ে দিতে পারছেন প্রকাশনা এবং সংবাদ মাধ্যমে। এবং মুহূর্তেই তাঁরা তাঁদের শিল্প-কর্ম নিয়ে পৌঁছে যেতে পারছেন, তাঁদের অভীষ্ট গ্রাহক-শ্রেণির কাছে।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ২৮ কোটি বা তারও বেশি মানুষের ভাষা বাংলা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সহ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার ও উড়িষায় বিপুল সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষি মানুষ রয়েছেন। এবং সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে, এক কোটিরও বেশি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরে অবস্থানকারী এই জনগোষ্ঠী প্রবাসে আমাদের বাংলা ভাষার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁরা বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিশ্বময়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে আশির দশক পর্যন্ত; বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে, বিশেষত তৎকালীন সোভিয়েত-ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। তার পাশাপাশি ব্রিটেন, জাপান, চীন এবং আমেরিকা থেকেও বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতো। প্রকাশিত হতো শিশু, নারীসহ নানা বিষয়ভিত্তিক আকর্ষণীয় পত্রিকা ও অনূদিত গ্রন্থাবলী। এ সমস্ত প্রকাশনার সাথে বিভিন্ন সময় জড়িত ছিলেন ননী ভৌমিক (জন্ম: ১৯২১-মৃত্যু: ১৯৯৬) এবং হায়াত মামুদ (জন্ম: ২ জুলাই ১৯৩৯) ও প্রফুল্ল রায় (জন্ম: ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-মৃত্যু: ১৯ জুন ২০২৫)সহ অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁরা বিদেশী সাহিত্য অনুবাদ ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত হয়ে, নিজেদের কর্মযজ্ঞের সাক্ষর রেখেছেন।

পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা বিবেচনায় রেখেই বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো, তাদের নিজেদের দেশ থেকে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে যাচ্ছে। এ সমস্ত গণমাধ্যমের সাথে বাঙালিরা যুক্ত থেকে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা বৃহত্তর পরিসরে বাংলাদেশ, বাংলা কৃষ্টি, সংস্কৃতি তুলে ধরছেন। ❑

(০৯ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

প্রায়শ্চিত্তকালে প্রতীতি হলো: প্রভু, ভালোবাসার যে রঙ আমাদের হৃদয়ে মেখে দিয়েছো, আমরা যেন বহু হৃদয়ে তা ছড়িয়ে দিতে পারি। আত্মদানের যে স্বপ্ন আমাদের দু'চোখে এঁকে দিয়েছো, বিনিময়ে আমরা যেন বহু জীবন গড়ে তুলতে পারি। এই যে আমাদের প্রীতির সম্ভাষণে সাজিয়েছো, আমরা যেন প্রতিদিন নিজেদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারি। সারা জীবন পাশে থাকার যে অঙ্গীকার আমাদের শুনিয়েছো, আমরা যেন জীবন ও জগতের প্রতি সেবাদানেই আনন্দ খুঁজে পাই। নিজেদেরকে নিঃশেষে ঢেলে দেয়ার এই শোভাযাত্রায় যে আনন্দ সিঞ্চন করেছো, আমরা যেন কখনো কোন দুঃখ কুড়িয়ে না আনি। আমরা যেন সুখের বদলে সুখই দিতে পারি এবং দুঃখগুলো ঝেড়ে ফেলে সুখ কুড়িয়ে আনি। হয়তো ভালোবাসার প্রতিদানে ঘৃণাই পাবো, তবুও আমরা যেন ভালোবাসতে পারি। সততার প্রতিদানে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবো, তবুও যেন আমরা সততার সাধনা করতে পারি। সফলতার প্রতিদানে নকল বন্ধু আর আসল শত্রু পাবো, তবুও আমরা যেন সফল হতে পারি। মানুষের মঙ্গল করার প্রতিদানে অভিযুক্ত হবো, তবুও আমরা যেন অপরের মঙ্গল করতে পারি। কাউকে সহায়তার প্রতিদানে দণ্ডিতই হবো, তবুও আমরা যেন অপরকে সাহায্য করতে পারি। কোন-কিছু গড়ে তোলার প্রতিদানে নিঃশেষ হবো, তবুও আমরা যেন সব-কিছু গড়ে তুলতে পারি।

প্রায়শ্চিত্তকালে করণীয় হলো: ভালোবাসার এই মিলনমেলায় আমরা একে অপরকে একান্ত আপন করে ভালোবাসবো, সাহায্য-সহযোগিতা করবো ও সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেব। তিক্ততার নিজস্ব একটা স্বাদ ও আবেদন আছে, যা আমাদের সকলকেই আস্বাদন করতে হয়। আমরা তিক্ততার মিষ্টতা বুঝি না বলেই যীশু ক্রুশে আমাদের জীবনের সমস্ত তিক্ততা উদ্‌যাপন করেছেন। তাই কষ্টগুলোকে মহিমান্বিত করা নয়, বরং দুঃখগুলোকে ভেঙ্গে-চুড়ে সুখ গড়াই যেন আমাদের সংগ্রাম ও সাধনা হয়। তবেই তো আমাদের সত্য সাধনা একটি ভালোবাসাময় পৃথিবী গড়ে তুলতে পারবো। মাতৃ-জঠর ছিন্ন করার সময় ঈশ্বর আমাদের হাতে যে ভালোবাসার বাঁশিটি তুলে দিয়েছেন তাতে শুদ্ধ সুর তোলার দায়িত্ব যে একান্ত আমাদেরই, হোক তা আনন্দের কিংবা বিষাদের, কিন্তু তা অশুদ্ধ হলে একেবারেই চলবে না। ভালোবাসার সাক্ষ্য যে সারা জীবনই দিতে হয়। বড্ড কঠিন ও নির্মম এই সত্য পরীক্ষা। তাই বলে হতাশ হবার কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং খ্রিস্টই যে এই নিষ্ঠুর পরিহাস ও অকথ্য যন্ত্রণা শিরোধার্য করে আমাদের আদর্শ হয়ে আছেন। ফলশ্রুতিতে, আমরা পেয়েছি মুক্তির সোপান। যদি আমরা যিশুকে অনুসরণ ও অনুকরণ করি তাহলে এ সংগ্রামে জয় আমাদের নিশ্চিত। ❑

(গত ৫ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

"পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি ..." এই কথা বলার পর তিনি তাঁদের দিকে একবার ফুঁ দিলেন, তারপর বললেন: "এবার তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর! তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তবে তা ক্ষমা করাই হবে; যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর, তা ক্ষমা-না-করাই থাকবে" *(যোহন ২০: ২২-২৩)*।

কাথলিক মণ্ডলী এজন্য তার উপাসনিক জীবনে পুনর্মিলন সংস্কারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাজকীয় সেবাকাজ রূপে গণ্য করে এবং এজন্য গির্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে পুনর্মিলন সংস্কার সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে রাখে। 'পাপস্বীকারের গোপনীয়তা' এবং প্রয়োজনে 'মুখোমুখি' বসে কথা বলা ও 'পরামর্শ-দান' এসব বিষয় বিবেচনায় রেখেই এই সংস্কার সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান রাখা হয়। এজন্যই কাথলিক মণ্ডলীতে পুনর্মিলন সংস্কারকে সঠিক ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে –

"Over the centuries, the space within which this process occurs has undergone dramatic change as our understanding of the process of reconciliation itself has changed. Penance, reconciliation, and reinstatement of the individual into full fellowship with the Christian community were matters conducted in public, with the community of faith playing an active role…In Roman Catholicism, confession before a priest became common, especially as a way of preparing oneself to receive communion, and small booths, or confessionals, became a feature of most Roman Catholic church buildings" *(Church Architecture, Building and Renovating)*.

কাথলিক মণ্ডলীর এই যে ঐতিহ্য, যা প্রৈরিতিক যুগ থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে যে, পিতা পরমেশ্বর আমাদেরকে এতই ভালবেসেছেন যে আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য তিনি তাঁর আপন পুত্রকেই দান করেছেন, যাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা জগতকে নিজের সাথে পুনর্মিলিত করেছেন এবং পবিত্র আত্মাকে ঢেলে দিয়েছেন পাপমোচনের জন্য, তাই খ্রিস্টমণ্ডলীর যাজকীয় সেবাকর্ম দ্বারা অনুতাপীকে তিনি দান করেন ক্ষমা ও শান্তি!

বাংলাদেশে খুব কম গির্জাই দেখেছি যেখানে পুনর্মিলন সংস্কার বা পাপস্বীকারের জন্য নির্দিষ্ট স্থান *(confessional)* আছে। আমাদের গির্জাগুলোতে সাধারণত উপাসকমণ্ডলীর জায়গার পিছন দিকে দুপাশে kneeler ও যাজকের বসার জন্য চেয়ার রাখা হয়। প্রয়োজনে কখনও কখনও সামনের দিকেও এরূপ ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী ব্যবস্থাপনা খুব কম গির্জাতে আছে, আর যেখানে আছে, তাও ব্যবহার করা হয় না। রমনা ক্যাথিড্রালের পিছনের অংশে দু'পাশে দু'টো করে চারটি ছোট ছোট ঘর আছে। এগুলো রাখা হয়েছিল পাপস্বীকারের জন্য এবং ব্যবহারও করা হতো, কালক্রমে সেগুলোর ব্যবহার বন্ধ করে কোনটি খালি পড়ে আছে, আর অন্য দু-একটি নানা জিনিসপত্র রাখার স্থানে পরিণত হয়েছে।

(৬) নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রয়োজন *(Security and other needs)*: গির্জা এবং উপাসনালয় পবিত্র স্থান; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এসব স্থান গুলোর নিরাপত্তা জনিত আশঙ্কা ও সমস্যা হতে পারে না, বরং সেরূপ সমস্যার সম্ভাবনা সব সময়ই রয়েছে। যেহেতু গির্জা ও উপাসনালয়ে প্রচুর মূল্যবান ও অকর্ষণীয় জিনিসপত্র থাকে, তাই গির্জায় চুরির ঘটনা ঘটতেই পারে এবং তা ঘটেও। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন কারণে গির্জার এবং গির্জায় সংরক্ষিত পবিত্র জিনিসপত্র, যেমন মূর্তি ও প্রতিকৃতি, খ্রিস্টপ্রসাদ – ইত্যাদির ক্ষতি করা ও 'অ-পবিত্র' *(desecration* বা *profanate)* করার মতো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বর্তমান সময়ে ইউরোপ, আমেরিকার মতো উন্নত দেশের গির্জার নিরাপত্তা জনিত সমস্যা একটি গুরুতর বিষয়রূপে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। এজন্য আমেরিকার বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই জেমস এফ. হোয়াইট ও সুজান হোয়াই উল্লেখ করেছেন :

"Security is a prolem most churches face today. While once it was common to leave churches unlocked so that people could enter for prayer and meditation, such practice has become more and more rare. The works of art found in many churches have become a tempting target for thieves; other goods disappear as well when left unprotected" *(Church Architecture, Building and Renovating)*.

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায়ও নিরাপত্তার প্রয়োনীয়তার বিষয় ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি এ বিষয়টিও এড়িয়ে যাবার মতো নয় যে, নির্ধারিত সময়ে উপাসনা অনুষ্ঠান ছাড়াও দিনের অন্য সময়েও খ্রিস্টভক্তগণ যেন ছোট দল হিসেবে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা ও পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদে প্রভুর উপস্থিতিতে ধ্যান করার মতো উত্তম একটি প্রথা একেবারে বন্ধ না করে এমন কোন বিকল্প কোন ব্যবস্থা রাখা যায় কি না, যাতে গির্জার নিরাপত্তা বিষয়টি বজায় রেখেও করা সম্ভব – এরূপ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ও নির্মাণ-পরিকল্পনায় বিবেচনা করা প্রয়োজন। উপরোক্ত লেখকদ্বয় এরূপ কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে যে প্রস্তাবটি কার্যকর মনে করা যেতে পারে সেটা হলো: গির্জা সংলগ্ন খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষা রাখার জন্য যে চ্যাপেল থাকার কথা, সেটি এমন ভাবে নির্মাণ করা, যেন মূল গির্জাঘরটি না খুলে এবং এর নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে শুধু এই চ্যাপেলটি দিনের নির্দিষ্ট সময়ে খোলা রাখার ব্যবস্থা করা যেন যাজক ও ভক্তজনগণ উভয়ই প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য প্রবেশ করতে পারবেন। কোন কোন গির্জায় এরূপ চ্যাপেল রয়েছে। অনেক ধর্মপল্লীতে পবিত্র সাক্রামেন্টের সাময়িক আরাধনার জন্যও গির্জা সংলগ্ন চ্যাপেল কিংবা পুরাতন গির্জা ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢাকার হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর গির্জাটি সংস্কার করে এর পুরাতন সাক্রিস্টি ঘরটিকে এরূপ চ্যাপেল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একই ভাবে ঢাকার তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পুরাতন গির্জাটি নির্দিষ্ট সময়ে খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ভক্তজনগণের ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য। এভাবে নতুন গির্জা নির্মাণ কিংবা পুরাতন গির্জা সংস্কার করার ক্ষেত্রে আর্কিটেকচারাল পরিকল্পনা করা প্রয়োজন যেন মূল গির্জার নিরাপত্তার ঝুঁকি না নিয়েও ভক্তজনগণের প্রার্থনার জন্য সুযোগ রাখা সম্ভব হতে পারে।

গির্জার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা এবং তার জন্য নির্মাণ কাঠামোগত দিকগুলোর পর আরও যে-সকল বিষয় বিবেচনা বা পরিকল্পনায় রাখার প্রয়োজন পড়ে তার মধ্যে প্রথমেই আসে গির্জার কাছাকাছি এবং সুবিধাজনক স্থানে পানীয় জলের এবং টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা। এ দুটি ব্যবস্থা শহরে যেমন তেমনি গ্রামাঞ্চলেও প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলের ভক্তজনগণের অনেকেই দূরবর্তী গ্রাম থেকে আসেন বলে তাদের পা ধোয়ার প্রয়োজন পড়ে, আর এজন্য তার ব্যবস্থাপনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে দেখা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: নানা ধরণের 'আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থাপনা'। সাম্প্রতিক কালে 'টিস্যু' ব্যবহার করার প্রচলন হয়েছে, কিন্তু অনেকেই জানেন না এর ব্যবহার এবং 'ফেলে দেওয়া' বা *disposal*-এর সঠিক নিয়ম, আর তাই যত্রতত্র, এমনকি গির্জার অভ্যন্তরে এবং গির্জা সংলগ্ন স্থানগুলোতে 'ব্যবহৃত' টিস্যু ফেলার বা *littering*-এর মতো বদ-অভ্যাস একটি ন্যাক্কারজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এতে পালপুরোহিতদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় এরূপ *littering* বন্ধ করতে। এ জন্য 'আবর্জনা-ব্যবস্থাপনা' বা *garbage management*-এর বিষয়ও গির্জা নির্মাণ ও সংস্কার সংক্রান্ত পরিকল্পনায় রাখা প্রয়োজন। যারা *littering* করেন, তাদের বোঝা উচিত তাদের ব্যবহৃত সামান্য টিস্যু থেকে কত মারাত্মক রোগ ছড়াতে পারে!

বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপাসনা ব্যতিত অন্য আরও প্রয়োজনে ভক্তজনগণের একত্রিত হয়ে সভা, সহভাগিতা, উপাসনা-অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি – এরূপ প্রয়োজনের জন্য 'হল রুম'-এর প্রয়োজনও থাকে। গির্জা এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এরূপ প্রয়োজনগুলার বিষয় বিবেচনায় রেখেই শুধু 'গির্জা' নয়, বরং একটি সুবিন্যস্ত *church complex* গড়ে তোলা আর্কিটেকচারাল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। *(চলবে)*

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 16/24)

জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে ব্যবস্থাপনা পরিষদের ১৮তম যুক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্ন তফসিল বর্ণিত জমি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী প্রকৃত ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বি:দ্রঃ জমি ক্রয় এর ক্ষেত্রে অত্র সমিতির সদস্য/সদস্যাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

মি. লিটন (পিউস) রোজারিও এর বন্ধকী জমি তফসিল জেলা: গাজীপুর, থানা: কালীগঞ্জ, মৌজা: বাগদী খতিয়ান নং- আর.এস-২০, দাগ নং আর.এস-২১৯ জমির পরিমাণ: ৩০ শতাংশ	**মি. সমর পিউরীফিকেশন** এর বন্ধকী জমি তফসিল জেলা: গাজীপুর, থানা: কালীগঞ্জ, মৌজা: পানজোরা খতিয়ান নং- আর.এস-২৯, দাগ নং- আর.এস-১০৬, ৩৫৫, ৩৬৮ জমির পরিমাণ: ২৬ শতাংশ	**মি. শীতল গমেজ** এর বন্ধকী জমি তফসিল জেলা: গাজীপুর, থানা: কালীগঞ্জ, মৌজা: নাগরী খতিয়ান নং-আর.এস- ৫১, দাগ নং-আর.এস- ২৬ জমির পরিমাণ: ৫.৩৩ শতাংশ
মি. তাপশ রোজারিও এর বন্ধকী জমি তফসিল জেলা: গাজীপুর, থানা: কালীগঞ্জ, মৌজা: বাগদী খতিয়ান নং- আর.এস-৪৪, দাগ নং- আর.এস-১১৪ জমির পরিমাণ: ৮.০৮ শতাংশ	**মি. টমাস রোজারিও** এর বন্ধকী জমি তফসিল জেলা: গাজীপুর, থানা: কালীগঞ্জ, মৌজা: বাগদী খতিয়ান নং-আর.এস-৩৪, দাগ নং- আর.এস-৭৬, জমির পরিমাণ: ১৫ শতাংশ	**মি. সেন্টু ডি' ক্রুশ** এর বন্ধকী জমি তফসিল জেলা: গাজীপুর, থানা: কালীগঞ্জ, মৌজা: দোয়ানীরটেক খতিয়ান নং- আর.এস- ৪ দাগ নং- আর.এস-৮১,৮২,৮৩ জমির পরিমাণ: ৭২.১২ শতাংশ
মি. পলাশ কোড়াইয়া এর বন্ধকী জমি তফসিল জেলা: গাজীপুর, থানা: কালীগঞ্জ, মৌজা: পারারটেক খতিয়ান নং- আর.এস-৩০,৩১ দাগনং আর.এস২২৫,২২৬,২২৭,২২৮, ২২৯,২৩০ জমির পরিমাণ: ৫ শতাংশ	**মিসেস সীতা এসেনসন** এর বন্ধকী জমি তফসিল জেলা: গাজীপুর, থানা: কালীগঞ্জ, মৌজা: নাগরী খতিয়ান নং- আর.এস- ১১০, দাগ নং- আর.এস- ২৯ জমির পরিমাণ: ৫ শতাংশ	**যোগাযোগ ঠিকানা :** নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: নাইট ভিনসেন্ট ভবন নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর **মোবাইল: ০১৮৭১-২২৮৮৫৬**

সমবয়ী শুভেচ্ছান্তে,

ফিলিপ গমেজ
চেয়ারম্যান-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিদ্যুৎ ভিক্টর এসেনসন
সেক্রেটারী-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Address: P.O.: Nagari, Upazila: Kaligonj, Dist.: Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01716898929, E-mail: nagari_cccu@yahoo.com

বিজ্ঞ/৩২/২৬

LAMB – Employment Opportunity
(Re-advertisement)

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There are vacancies for the following positions at the LAMB under Community Health and Development Program (CHDP), for **Preventing and Rehabilitating Obstetric and Surgical Fistula through Gender-Responsive Reproductive Health Education and Strengthened Services (PROGRESS)** Project (3-year duration), and the Internal Audit Department.

Position: Project Manager (Contractual) **Post: 1 (Female)**

Job Summary: The Project Manager will lead and manage the Project to ensure timely implementation and achievement of project objectives. She will maintain functional relationships with local authorities, GOB officials, community leaders, stakeholders, donors, and project staff. She will work closely with district and sub-district MOH&FW authorities to strengthen health service delivery. The Project Manager will ensure quality service delivery, supervise staff, support planning and monitoring, and prepare project reports and documentation.

Essential Requirements: Master's degree in any discipline with MPH from a recognized university, but MBBS degree with MPH will be given preference. The candidate should have 6–7 years of professional experience in program management, with proven expertise in coordination and networking with government line departments of Health and Family Planning, as well as various platforms and institutions. In addition, the candidate must have at least 15 years of experience in community health and development projects, with a strong focus on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), Maternal, Newborn and Child Health (MNCH), and adolescent health. Strong skills in project management, knowledge management, stakeholder engagement, financial management, compliance, reporting, and documentation. Knowledge of health components, especially SRHR, MNCH, and Fistula programs. Valid motorcycle driving license preferred.

Age: Maximum 45 years (age limit flexible for experienced candidates).

Salary: Around Tk. 76,000/- per months gross. Other benefits include provident fund, festival allowance once per year, and critical illness and death benefit.

Job Location: Rajshahi District.

Application Deadline: 3 March 2026.

Position: Internal Auditor (Regular) **Post: 2 (Male/Female)**

Job Summary: The Internal Auditor is responsible for planning, executing and reporting on operational, financial regulatory and compliance related audits of LAMB departments and projects including government compliance, under the direction of the Finance Director (or Executive Director in his/her absence). Review and examine data, looking for patterns and identifying shortages and loss. Report in English, findings, conclusions and/or recommendations for improvements of processes and procedures (based on policy and best practice) to management of department and projects. Improve LAMB operations through recommendations for bringing systematic and disciplined approaches to the effectiveness of risk management and control processes. Provide support whenever needed or as required by the Finance Director and the Executive Director.

Essential Requirements: Master's degree in Finance or Accounting. CACC registered auditor will be given preference. At least 3 to 5 years working experience in internal auditing or over 10 years' experience with multiple donors or projects. Good understanding and training on various kinds of Government laws/ regulations such as VAT and Tax, income tax, etc. Ability to scrutinize large amounts of data and to compile detailed reports. High attention to detail and excellent analytical skills. Preference will be given with external auditing experience in a creditable audit firm in Bangladesh. A valid motorcycle driving license is required. Willingness to travel and stay overnight in field centres as required

Age: Maximum 45 Years.

Salary: Minimum Tk. 30,000 per month Gross or equivalent to approximately Tk. 4,18,484 per annum, inclusive of all benefits. The remuneration package includes a provident fund, festival allowance once per year, medical benefits, critical illness and death benefits, and recreation.

Job Location: Parbatipur, Dinajpur.

Application Deadline: 26 February 2026.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

"Potential woman candidates are strongly encouraged to apply"

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: bdjobs.com LinkedIn **www.lambproject.org**

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/৩৩/২৬

বিশেষ প্রতিবেদন

হাজারো ভক্তের ভক্তি প্রদর্শনে আত্মত্যাগের আহ্বানে সুশৃঙ্খলভাবে নাগরী ধর্মপল্লীর পানজোরায় সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব উদ্‌যাপন

নয়দিনব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি অর্থাৎ নভেনা যথাযথভাবে সম্পন্ন করে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জের পানজোরায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় সর্বজনপ্রিয় মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব পালন করা হয় গভীর ভক্তি ও আনন্দ সহকারে।

সাধু আন্তনীর তীর্থকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সর্বাধিক খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের সমাবেশ ঘটে পানজোরায়। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সাথে সাথে অন্যান্য ধর্মের অনেক ব্যক্তিও পরম ভক্তি-বিশ্বাসে আসে পানজোরার এই পুণ্যচত্বরে। উদ্দেশ্য একটাই, সাধু আন্তনীর দয়ার কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাঁর কাছে মানত। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেশের নির্বাচনকালীন এই সময়ে সমস্ত ভয়-শংঙ্কাকে দূরে সরিয়ে সারা বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৪০ হাজার আন্তনীভক্ত এই তীর্থে অংশগ্রহণ করে।

৬ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকেই অনেকে যাত্রা শুরু করেন। সকাল ৬:৩০ মিনিটে দেখা যায় ময়মনসিংহ থেকে বাস এসে পৌঁছে গেছে পানজোরার রাস্তায়। অন্যান্য স্থান থেকেও অনেক বাস এসে গেছে। ফলশ্রুতিতে বেশ কিছুটা যানজট হয়ে যায় রাস্তায়। প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় সকালে চলাচলের রাস্তা সচলই থাকে। সকালের জনস্রোতই বলে দেয় এবারের তীর্থে মানুষের আগমন বেশিই হবে।

এই তীর্থোৎসবকে কেন্দ্র করে ২টি খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭ টায় এবং সকাল ১০টায়। প্রথম খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ গমেজ এবং খ্রিস্টযাগে উপদেশ দান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বি গমেজ। উপদেশে তিনি বলেন, সাধুদের মধ্যে সাধু আন্তনীর ভক্তই পৃথিবীতে বেশি। আমরাও সেই ভক্তকূলের অংশ। সাধু আন্তনী আমাদেরকে যিশুর দিকে নিয়ে যান তাঁর জীবনের মধ্যদিয়ে। বিশেষভাবে তিনি আত্মত্যাগের যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা আমাদের সকলের অনুকরণীয়। নিজের ইচ্ছা ও স্বার্থ নয় সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সাড়া দিলেই জীবনের ফলপ্রসূতা আসে, যা আমরা সাধু আন্তনীর জীবনে দেখি।

দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, বিশপ সুব্রত বি গমেজ, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসিসহ ৫১ জন যাজক। এছাড়াও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টবিশ্বাসী ও অন্যান্য ধর্মের ভাইবোনেরা। পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ বলেন, "সাধু আন্তনীর যে প্রবল ইচ্ছা ছিল যিশুকে পাওয়ার জন্য, আমাদেরও উচিত সাধু আন্তনীর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করা তাহলে খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হবে।" সাধু আন্তনী ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল, ঈশ্বর ও মানবপ্রেমী, ধার্মিক এবং দয়ালু ও দরদী এক মহান সাধু। তিনি মানুষকে ঈশ্বরের দয়া লাভ করাতে সর্বদাই সাহায্য করেছেন। দরদী হৃদয় নিয়ে তিনি দরিদ্র ও পাপীদের নিকট ঈশ্বরের ঐশভালোবাসা ও দয়ার কথা প্রচার ও প্রকাশ করেছেন," বলেন আর্চবিশপ ডি'ক্রুজ।

তীর্থে অংশগ্রহণকারী সাধু আন্তনী ভক্তেরা মনের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, "আমি প্রতিবছর সাধু আন্তনীর তীর্থ করতে ছুটে আসি কারণ আমার হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে তা খুঁজে পেয়েছি। সেই থেকে সাধু আন্তনী আমার প্রিয় সাধু। তাই আমি আমার স্ব-পরিবার নিয়ে চলে আসি তাঁর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও প্রণাম জানাতে।"

ফাদার চার্লস সিএসসি : আজ এই পানজোরায় সাধু আন্তনীর যে তীর্থোৎসব পালিত হচ্ছে এখানে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। আর এই খ্রিস্টযাগে হাজার হাজার খ্রিস্টভক্ত অংশ নিয়েছে। সেই সাথে আমরা এই খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে পেরেছি। অনেকেই উদ্দেশ্য রেখেছেন, নিজেদের জন্য এবং নিজেদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেছেন। আজকের এই সুন্দর দিনে প্রার্থনা করি, আমরা যেন আমাদের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস, আশা খোঁজে পাই। মা মারীয়া যেমন বালক যিশুকে হারিয়ে তিনদিন পর আবার খুঁজে পেয়েছিলেন ঠিক একই বিশ্বাস নিয়ে সাধু আন্তনী আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরাও আমাদের যা কিছু হারিয়ে ফেলি তা পিতা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে ফিরে পেতে পারি।

জুঁই রোজারিও: আমি চেষ্টা করেছি নয়টি নভেনার খ্রিস্টযাগে এবং পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক খ্রিস্টভক্তগণ এখানে আসে মনে অনেক উদ্দেশ্য নিয়ে। সাধু আন্তনীর প্রতি আমাদের মনে অনেক বিশ্বাস ও ভালোবাসা রয়েছে। আমি সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে কখনো বিফল হইনি। অনেক খ্রিস্টভক্তই মনে গভীর বিশ্বাস নিয়ে সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় তাদের মনোবাসনা পিতার চরণে তুলে ধরেন। দিন দিন সাধু আন্তনীর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর হচ্ছে। আজকের এই পর্ব পালন করতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত।

ফাদার তপন ডি'রোজারিও: আজ ৬ ফেব্রুয়ারি সাধু আন্তনীর লাখো ভক্তের সমাবেশে পালিত হচ্ছে তাঁর পর্বদিন। খ্রিস্টভক্তরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে কেউ গাড়িতে, কেউ'বা পায়ে হেঁটে আজকের খ্রিস্টযাগের অংশী হতে। সবাই একাগ্র ভক্তিতে নিজ নিজ মনপ্রাণ, প্রার্থনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভক্তির মানত সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। দিনে দিনে নানাবিধ

ব্যক্তির সাহচার্যে, পরিচর্যায়, আধ্যাত্মিক যত্নে বহুগণে বহুরূপে বিস্তৃত হচ্ছে আমাদের এই পর্বীয় কেন্দ্রের বিশাল চত্বর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; তিনি সাধুজনদের পাঠান যেন আমরা তাদের জীবন দৃষ্টান্ত দেখে নিজেদেরকে রূপান্তর করে একদিন আমরাও সাধুত্ব অর্জন করতে পারি। এই কেন্দ্রটি একসময় সকল ধর্মের মানুষদের মিলন কেন্দ্র ছিল। প্রার্থনা করি সেই ঐতিহ্য যেন বলবৎ থাকে এবং মহান সাধু আন্তনী আমাদেরকে এই সুন্দর দিনে ঈশ্বরের নিকট হতে আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

মিরপুর থেকে আগত খ্রিস্টভক্ত: আমি মিরপুর থেকে এসেছি। আমার অসুস্থ স্বামী যেন আবার সুস্থ হয়ে হাঁটতে পারে; এই বিশ্বাস নিয়ে সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি। একমাত্র ঈশ্বরই পারেন আমার স্বামীকে সুস্থ করতে আর এই কারণেই আমরা আজ এখানে এসেছি। সবাই তার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন সে সুস্থ হয়ে এখানে এসে ঈশ্বরের জয়গান করতে পারে।

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএসআরএ: আজকের এই পর্বদিনে উপস্থিত অনুপস্থিত সাবইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সাধু আন্তনী আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোন না কোনভাবে সাহায্য করে যাচ্ছেন। তিনি ছিলেন আশার, ভালোবাসার এবং বিনম্র ও ত্যাগী মানুষ। কিন্তু আমরা অনেক সময় জীবনে চলার পথে সাধু-সাধ্বীদের জীবনের কথা ভুলে যাই যে, তারা কিভাবে তাদের জীবনে ঈশ্বরকে অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে। তাই আমরা আজকের দিনে সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন ব্যক্তিগত, সাংসারিক ও ব্রতীয় জীবনে তাঁর মত প্রার্থনাশীল, ত্যাগী ও ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

এ বছর সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবের ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভালো ছিল। গানের দলের জন্য নির্ধারিত স্থান, মা মারীয়ার গ্রটোকে একপার্শ্বে সুসজ্জিতকরণ, গ্রটোর পুরাতনস্থান ও আনুষাঙ্গিক স্থাপনা সরিয়ে উক্তস্থান সমান করায় অনেকের বসার স্থানের সংকুলান, সাউন্ড সিস্টেম ও স্ক্রিনের যথার্থ ব্যবহার, স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দিষ্ট পোষাক থাকায় সেবা পেতে ও দিতে সহজে তা লক্ষ্য করা গেছে। বিস্কুট বিতরণেও শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা গেছে। অত্যাধিক গাড়ি থাকায় এবং বর্তমানে বেরিবাদ ও পানজোরার রাস্তায় আরো বেশি যান চলাচলের কারণে তীর্থের দিনে অনেক সকাল থেকেই জট পরে যায়। পার্কিং এর খোলা জায়গা না থাকায় কম সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকদের পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। তীর্থযাত্রী যেভাবে বাড়ছে আর গাড়ি পার্কিং এর জায়গা যেখাবে কমছে তাতে বিকল্প চিন্তা-ভাবনার সময় এসেছে!

এ তীর্থ উৎসব এক মিলন উৎসবে পরিণত হয়েছে। অনেক বছরের পুরাতন পরিচিত প্রিয়জনদের যেমনি পাওয়া যায় তেমনি আত্মীয়তার আত্মিক সম্পর্কও দৃঢ় করা যায়। সমগ্র নাগরীবাসী উন্মুক্ত হৃদয়ে সকলকে বরণ ও আপ্যায়ন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। তবে কোন কোন জায়গায় আপ্যায়নে পানীয়ের ধরণ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে তীর্থের পবিত্রতা ম্লান হয়ে যায় ব্যক্তি জীবন থেকে। তবে নাগরী ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের যুব সংগঠনগুলো তীর্থযাত্রীদের দুপুরের খাদ্য সেবায় যে উদ্যোগ ও পরিশ্রম করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার ও খ্রিস্টীয় সেবার একটি নিদর্শন।

পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
PHB CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LIMITED

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সমবায় আইন, বিধি ও উপ-আইন ধারা অনুযায়ী ২ জন কালেক্টর ও ১ জন অফিস সহকারী পদে নিয়োগ দেয়া হবে। উক্ত পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন ও জীবন বৃত্তান্তসহ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। নোটিশ বোর্ডে লক্ষণীয়।

ধন্যবাদান্তে,

ক্লিন্টন বেনেডিক্ট গমেজ
ম্যানেজার, ব্যবস্থাপনা কমিটি
পিএইচবি সি.সি.সি.ইউ.লি:।

বিজ্ঞ/৩৬/২৬

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩১ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)

লিলি জাসিন্তা রোজারিও
মৃত্যু: ৩১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)

বাবা, আশা করি পিতা ঈশ্বরের কৃপায় যিশুর কাছে আছো মাকে নিয়ে। মৃত্যু তোমাদের মিলিত করেছে যিশুর কাছে। বাবা আমি তো এতিম হয়ে গেলাম। ২টা মেয়েকে ডাকি মা ও বাবা বলে। বাবা ও মা তোমাদের আশীর্বাদে যেন আমি প্রার্থনা পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারি। তোমরা আমাদের অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসা। আমি বিশ্বাস করি পিতা মহিমায় বাবা ও মা ঈশ্বরের কৃপায় স্বর্গ থেকে আমাদের বিপদ আপদ ও সমস্ত সমস্যা থেকে রক্ষা করবে। মা আমাকে ক্ষমা করে দিও। মা তোমার নামে ৩৬৫ দিনের ১ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশা চলছে।

তোমাদের আদরের, অশ্রু

বিজ্ঞ/৩৪/২৬

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গণরায়ের নতুন অধ্যায়

ভূমিকা: জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলো বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য নির্বাচন করার পদ্ধতি। প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনসভা ও এটি এককক্ষ বিশিষ্ট। বাংলাদেশে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ৭ জানুয়ারি বিতর্কিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার পঞ্চম মেয়াদে ক্ষমতায় আসে। তবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বয়কট করে এবং একে ডামি নির্বাচন বলে অভিহিত করে। তারা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করার জন্য আন্দোলন করে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পালিয়ে যান এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় যার তত্ত্বাবধানে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। অপরদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দ্বিতীয় সর্বাধিক আসন লাভ করে।

নির্বাচনের পরিবেশ: ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। নির্বাচনের জন্য ১২ কোটি ৭৬ লাখের বেশি ভোটারের তালিকা প্রস্তুতের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয় এবং ৪২ হাজার ৭৬১টি ভোটকেন্দ্র ও ২ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৯টি ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা হয়। এবার প্রবাসী ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছিল। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে ইসি। ।

আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে প্রায় ৯ লাখ ৫৮ হাজার সদস্য মোতায়েন করা হয় এবং ২ হাজার ১০০ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ৬৫৭ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করে । প্রথমবারের মতো ড্রোন, বডি-ওর্ন ক্যামেরা এবং ৯০ শতাংশের বেশি কেন্দ্রে সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হয়। মোট ৪২ হাজার ৯৫৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ছিলেন ৪৫ হাজারের বেশি দেশীয় ও প্রায় ৩৫০ বিদেশি পর্যবেক্ষক এবং প্রায় ৯,৭০০ সাংবাদিক। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মতে, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক এবং ভোটারদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ ও ব্যাপক অংশগ্রহণের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

নির্বাচনের দিন: নির্বাচনে সারা বাংলাদেশে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে উৎসবমুখর পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে সারা দেশে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র হতে ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৮৯৫ জন ভোট প্রদান করেন। এছাড়া মোট ভোটারের মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ১৫১ জন; নারী ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ৫২৪ জন; আর তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) ভোটার আছেন ১ হাজার ১২০ জন।

নির্বাচনের ফলাফল: ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। উল্লেখ্য, সরকার গঠন করতে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫১ আসন লাগে। তবে এবারের নির্বাচনে ৩০০ টি আসনের মধ্যে একটি আসন নির্বাচনের আগেই স্থগিত করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ২৯৯ আসনের মধ্যে এককভাবে ২০৯টি আসনে জয়লাভ করেছে। ২টি আসনের ফলাফল এখনো ঘোষণা করা হয়নি। বিজেপি ১টি, গণঅধিকার পরিষদ ১টি, গণসংহতি আন্দোলন ১টি ও এনডিএম ১টিসহ বিএনপি জোট পেয়েছে ১১৩টি আসন। ৭টি আসনে বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও বিএনপির বিদ্রোহী। জামায়াত জোট বিজয় পেয়েছে ৭৭টি আসনে। এর মধ্যে শুধু জামায়াত ৬৮টি এবং এনসিপি ৬টি ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস পেয়েছে ২টি আসন এবং ১টি আসনে নির্ধারিত হয় ইসলামী আন্দোলনের।

নিবার্চনে বিজয়ীদের প্রতিক্রিয়া: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর এবং অন্যান্য নেতা কর্মীরা তাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন এবং দেশের জনগণের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং নির্বাচনে কোনো সহিংসতা, প্রতিশোধ বা উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি কড়া হুশিয়ারি দেন। তিনি আরো বলেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করা হবে এবং সকল নাগরিকের জন্য আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। তিনি রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র পুনর্গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিএনপি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে বলেও জানান।

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ, সহিংসতামুক্ত এবং সুষ্ঠু পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)। সংস্থা জানায়, দেশের ৬৪ জেলায় ৫৬৫ জন পর্যবেক্ষক ১ হাজার ৭৩৩টি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন, তবে কিছু কেন্দ্রে পর্যবেক্ষকদের বাধা বা হেনস্থার ঘটনা ঘটে। অন্তত ২১টি কেন্দ্রে বিচ্ছিন্ন অনিয়ম, যেমন কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই, নিরাপত্তা শিথিলতা ও ভোট আগে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে বড় ধরনের সহিংসতা বা গুরুতর অনিয়ম ঘটেনি। ভোটার, প্রার্থী, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শান্তিপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে অনিয়ম প্রতিরোধের আহ্বান জানায় হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)।

নির্বাচনে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে নেতাদের বার্তা: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতার জন্য এ বিজয়কে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশের নেতারা বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান।

উপসংহার: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ব্যাপক প্রস্তুতি, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মোতায়েন এবং দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে নির্বাচন সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। বিপুল ভোটার অংশগ্রহণ এবং নিরঙ্কুশ ফলাফলের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে শান্তি, সহনশীলতা, আইনের শাসন ও জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং দেশি-বিদেশি মহল থেকেও নতুন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে, এই নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা সুদৃঢ় করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উন্নয়নমুখী বাংলাদেশের পথে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

পোপ মহোদয়ের তপস্যাকালীন বার্তা: কঠোর-কর্কশ বাক্য এবং হঠকারী বিচার থেকে বিরত থাকুন

তপস্যাকাল শুরুর প্রাক্কালে, পোপ চতুর্দশ লিও কাথলিকদেরকে শ্রবণ, উপবাস এবং সমাজের সংহতির প্রতি নিজেদেরকে উন্মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে অনুরোধ করেন ঘৃণা ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে, যাতে করে হৃদয়ে আশা এবং শান্তির বার্তার জন্য স্থান রাখা যায়।

'আমি তোমাদেরকে একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং প্রায়ই অবমূল্যায়িত ত্যাগের ব্যাপারে আহ্বান জানাতে চাই, তা হলো: যা প্রতিবেশিকে আঘাত বা অপমান করে এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকা।' ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে তপস্যাকালীন বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও এ আহ্বান রাখেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ভস্ম বুধবারে উপাসনাচক্রে শুরু হওয়া তপস্যাকাল খ্রিস্টানদের জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসে ঈশ্বরের নিগুঢ়রহস্যকে তাদের জীবনের কেন্দ্রে রাখতে। তিনি বলেন, প্রতিটি রূপান্তরের যাত্রা শুরু হয় ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করতে দেওয়ার মাধ্যমে, যাতে আমরা খ্রিস্টের পরিত্রাণকারী দুঃখভোগ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের রহস্য অনুসরণে আমাদের অঙ্গীকারকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি।

ঈশ্বর ও আমাদের চারপাশের মানুষের কথা শুনতে হয় কেননা তা আমাদেরকে প্রকৃত ও আন্তরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে সাহায্য করে। পুণ্যপিতা আরো বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজে বিদ্যমান অসংখ্য কণ্ঠস্বরের মাঝে পবিত্র শাস্ত্র যন্ত্রণাকাতর ও কষ্টভোগী মানুষের আর্তনাদ শুনতে ও তাতে সাড়া দিতে আমাদেরকে সাহায্য করে।

দরিদ্ররা আমাদের এমনকি মণ্ডলীর জীবন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে - এ সচেতনায় বৃদ্ধি পেলে একজন খ্রিস্টান আত্মিক উন্মুক্ততা অনুশীলন করতে যেমনটি ঈশ্বর আমাদের জন্য করেন। এরপর পোপ চতুর্দশ লিও আলোচনা করেন কীভাবে উপবাস আমাদেরকে ন্যায়বিচারের গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি উন্মুক্ত করে, যা আমাদেরকে আত্মতুষ্টি থেকে মুক্তি দেয়। তিনি বলেন, যেহেতু উপবাস দেহের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এটি আমরা কিসের জন্য 'ক্ষুধার্ত' এবং আমাদের জীবনধারণের জন্য কী প্রয়োজন তা চিনতে সহজ করে দেয়। তদুপরি, এটি আমাদের 'ক্ষুধা' বা চাহিদাকে চিহ্নিত ও সুশৃঙ্খল করতে সাহায্য করে, যাতে ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সর্বদা জাগ্রত থাকে। উপবাসের বিষয়ে তিনি বলেন, এটি আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে পবিত্র, মুক্ত এবং প্রসারিত করার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়, যাতে আমাদের সকল ইচ্ছা ঈশ্বর এবং সৎ কর্মের দিকে পরিচালিত হয়। তথাপি আমাদের উপবাস করতে হবে বিশ্বাস, নম্রতা এবং ঈশ্বরের সাথে একাত্মতার মাধ্যমে; তবে তা যেনো কখনই আমাদেরকে অহংকারের দিকে চালিত না করে। আত্মসংযমের অন্যান্য রূপ আমাদেরকে একটি পরিমার্জিত জীবনধারার দিকে নিয়ে যায়।

এরপর পোপ মহোদয় ত্যাগের অবমূল্যায়িত একটি ধারা - আঘাতমূলক কথা বলা থেকে বিরত থাকা বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, "আসুন আমরা আমাদের ভাষার তিক্ততা দূর করি, কঠোর-কর্কশ কথা এবং হঠকারী বিচার এড়িয়ে চলি। পরনিন্দা এবং যারা অনুপস্থিত ও নিজেদের পক্ষ সমর্থন করতে অক্ষম, তাদের সম্পর্কে মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকি। পরিবর্তে, আসুন আমরা আমাদের শব্দ চয়নে যত্নশীল হই এবং আমাদের পরিবারে, বন্ধুদের মাঝে, কর্মস্থলে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, রাজনৈতিক বিতর্কে, গণমাধ্যমে এবং খ্রিস্টীয় সমাজগুলোতে দয়া ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।" আমরা যদি তা করতে পারি, তবে ঘৃণার কথাগুলো "আশা এবং শান্তির বাণীর কাছে নতি স্বীকার করবে।" পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় শ্রবণ ও উপবাসের সামাজিক দিকের ওপর জোর দেন, যা আমাদের ধর্মপল্লী, পরিবার ও ধর্ম সংঘগুলোতে বাস্তবায়িত হতে পারে। তিনি বলেন, দরিদ্রদের আর্তনাদ শোনা এবং খ্রিস্টের দিকে ফিরে আসার পথে আমাদের হৃদয় স্থাপন করার মাধ্যমে আমরা আমাদের বিবেককে প্রশিক্ষিত করি এবং আমাদের জীবন ও সম্পর্কের মান উন্নত করি। "এর অর্থ হলো বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে আসলে কী পরিচালিত করছে তা শনাক্ত করা–আমাদের মণ্ডলীর ভেতর এবং সামগ্রিকভাবে মানবতার ন্যায়বিচার ও পুনর্মিলনের তৃষ্ণার প্রেক্ষিতে।"

পোপ লিও চতুর্দশ তাঁর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের তপস্যাকালীন বার্তা শেষ করেন খ্রিস্টীয় সমাজকে সেই আহ্বান জানিয়ে, যেখানে দুঃখী মানুষেরা সাদর অভ্যর্থনা পাবে।

সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার ৪০০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনে ভাটিকানের বিভিন্ন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ

সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার প্রধান পুরোহিত ও 'ফ্যাব্রিকা দি সান পিয়েত্রো'-র প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল মাউরো গাম্বেত্তি ব্যাসিলিকার প্রতিষ্ঠার আসন্ন ৪০০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বেশ কিছু উদ্যোগের কথা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে রয়েছে তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি বহুভাষিক প্ল্যাটফর্ম, আগে প্রবেশ করা যেত না এমন সব জায়গায় যাওয়ার সুযোগ এবং নতুন 'মিকেলেঞ্জেলুস' (Michelangelus) ফন্টের উন্মোচন। সোমবার ভাটিকানের প্রেস অফিসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান যে, এই বিশেষ বর্ষটি আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি একটি নতুন 'ভিয়া ক্রুসিস' (Via Crucis) বা ক্রুশের পথের উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হবে এবং ১৮ নভেম্বর পোপ চতুর্দশ লিও'র পৌরহিত্যে খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে।

উপাসনা সংক্রান্ত বহুভাষিক প্ল্যাটফর্ম: কার্ডিনাল গাম্বেত্তি সারাবিশ্বের তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীদের জন্য নতুন কিছু পরিষেবার কথা প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি উপাসনা সংক্রান্ত বহুভাষিক প্ল্যাটফর্মের পূর্বাভাস দিয়েছেন, যা 'ডিকাস্টেরি ফর কমিউনিকেশন' এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক ভাষা সমাধানের বৈশ্বিক শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান 'ট্রান্সলেটেড' (Translated)-এর সাথে যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি স্মার্টফোনের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য রিয়েল-টাইম এআই-অ্যাসিস্টেড (AI-assisted) অনুবাদ প্রদান করবে, যা বিশ্বাসীদের তাদের পছন্দের ভাষায় মূল অনুষ্ঠানগুলো অনুসরণ করতে সাহায্য করবে।

আগে প্রবেশাধিকার ছিল না এমন সব এলাকায় প্রবেশের সুযোগ: কার্ডিনাল জানান, এই বিশাল স্থাপত্য কমপ্লেক্সের আগে অপ্রবেশযোগ্য অংশগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ টেরাস বা ছাদ এবং অক্টাগোনাল হলসমূহ (আটকোণা কক্ষ)। এই হলগুলোতে অ্যান্টোনিও দা সাঙ্গালো দ্য ইয়াঙ্গার-এর তৈরি ব্যাসিলিকার মডেল এবং মিকেলেঞ্জেলোর গম্বুজের মডেলের পাশাপাশি ব্যাসিলিকা মিউজিয়াম আর্কাইভের বিভিন্ন কাজ প্রদর্শিত হবে।

আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য ও নবায়ন: ব্যাসিলিকার প্রধান পুরোহিত প্রতি সপ্তাহে প্রার্থনা এবং পুণ্য সঙ্গীতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উত্তরণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় বক্তব্য ও শাস্ত্রীয় আলোচনা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তদুপরি, রোমে সেন্ট পিটার এবং পলের পদচিহ্ন অনুসরণ করে একটি বিশেষ তীর্থযাত্রা রুট এবং ২৯ জুন সাধু পিটার ও পলের বিশেষ মহাপর্বের কাছাকাছি সময়ে একটি নাটক পরিবেশনা হবে।

সূত্র : news.va

মিঠু খরগোশের বন্ধুত্বের বন

সবুজে ঘেরা এক সুন্দর বনে থাকত মিঠু নামের একটি ছোট্ট খরগোশ। মিঠু ছিল খুব চঞ্চল আর কৌতূহলী। সে প্রতিদিন বনের এদিক-সেদিক দৌড়ে বেড়াত আর নতুন কিছু দেখতে ভালোবাসত। একদিন সকালে মিঠু গাজর খেতে খেতে হঠাৎ একটি কান্নার শব্দ শুনতে পেল। শব্দের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে দেখল, ছোট্ট একটি হরিণছানা গাছের ঝোঁপে আটকে গেছে। হরিণছানাটি ভয়ে কাঁদছিল।

মিঠু বলল, "ভয় পেও না, আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

সে নিজের ছোট দাঁত দিয়ে ধীরে ধীরে ঝোঁপের ডাল কেটে দিল। কিছুক্ষণ পর হরিণছানাটি মুক্ত হলো। খুশিতে সে বলল, "ধন্যবাদ বন্ধু! আমার নাম চিনি।"

সেদিন থেকেই মিঠু আর চিনির মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। পরের দিন তারা একসাথে বনে খেলছিল। হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ জমাট আর শুরু হলো জোর বৃষ্টি। বৃষ্টিতে মিঠু ভিজে কাঁপতে লাগল। তখন চিনি বলল, "চলো, আমি তোমাকে আমাদের বড় গাছের নিচে নিয়ে যাই। সেখানে বৃষ্টি কম লাগে।" চিনি মিঠুকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেল। মিঠু খুব খুশি হয়ে বলল, "তুমিও তো আমাকে সাহায্য করলে! সত্যিই তুমি ভালো বন্ধু।"

কিছুদিন পর তাদের সাথে যোগ দিল টুকু নামের একটি পাখি আর ভোলা নামের একটি ছোট ভালুক। তারা চারজন মিলে প্রতিদিন খেলত, ফল খেত আর বনের সবাইকে সাহায্য করত।

একদিন ভোলা নদীর ধারে খেলতে গিয়ে পিঁছলে পানিতে পড়ে গেল। সে সাঁতার জানত না। টুকু দ্রুত উড়ে গিয়ে মিঠু আর চিনিকে খবর দিল। চিনি লম্বা একটি ডাল নদীর দিকে বাড়িয়ে দিল আর মিঠু ভোলাকে সাহস দিল। ভোলা ডালটি ধরে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এলো। সেদিন সবাই বুঝলো–একসাথে থাকলে বড় সমস্যাও সহজ হয়ে যায়।

এরপর থেকে বনের সব প্রাণী মিঠুদের দলকে "বন্ধুত্বের দল" বলে ডাকত। তারা সবসময় একে অপরকে সাহায্য করত, ঝগড়া করত না এবং সবাই মিলে আনন্দে থাকত।

শিক্ষা: সত্যিকারের বন্ধুরা একে অপরকে সাহায্য করে এবং একসাথে থাকলে সব সমস্যার সমাধান হয়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

একুশের চেতনা

অপূর্ব জন রায়

একুশে ফেব্রুয়ারি আজ স্মরণে আসে
বাংলার প্রাণে এক রক্তাক্ত নাম।
যে ভাষার মাঝে লুকিয়ে আছে জীবন চেতনা,
সে ভাষার তরে ঝরেছে কত প্রাণ।
একুশ আসে অশ্রু ভেজা ভোরে
শহিদের রক্তে লেখা ইতিহাস।
বাংলার বুক চিরে উঠে আসে,
অক্ষরের স্বাধীনতার নিশ্বাস।
রক্তে গাঁথা ভাষার অধিকার,
শ্রদ্ধায় নত করি মাথা আজ।
শহিদের ত্যাগে গড়া এই বাংলা,
আমাদের অহংকার, আমাদের সাজ।
বাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া
বাংলা ভাষায় বেঁচে থাকার গান।
একুশ শেখায় মাথা নত করে
নিজের ভাষায় বলা মনের প্রাণ।
আজও প্রশ্ন ওঠে নীরবে
ভাষা কি শুধুই কথার কাছে?
শপথ করি, মায়ের ভাষা বাংলা
চিরদিন সত্য আর সাহসে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

তুমিলিয়া বালিকা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২৫ বছরের গৌরবময় জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ: ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে, রোজ শুক্রবার গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তুমিলিয়া বালিকা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২৫ বছরের গৌরবময় বর্ণিল জয়ন্তী উৎসব অত্যন্ত আনন্দমুখর ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে সু-শৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের মূলসুর হিসেবে ছিল ১২৫ বছরের বন্ধন ও আগামী দিনের গ্রন্থন। উক্ত দিবসে সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ফাদার পিটার শ্যানেলের পরিচালনায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার কুঞ্জন কুইয়া ও ফাদার ডমিনিক রোজারিও এবং ফাদার লেনার্ড রোজারিও। এরপর বাজনা ও শ্লোগানসহ আনন্দ র‍্যালি, আসন গ্রহণ, ফুলেল শুভেচ্ছা, ব্যাজ ও উত্তরীয় পরিধান, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে প্রদীপ প্রজ্বলন, "১২৫ বছর পূর্তি স্মারক" উন্মোচন, ফেস্টুনসহ গ্যাস বেলুন ও শান্তির পায়রা উড়িয়ে জুবিলী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া চমৎকার উদ্বোধনী নৃত্য, প্রধান শিক্ষিকার সাবলীল ও প্রাণবন্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য, প্রধান অতিথি কর্তৃক জুবিলী স্মরণিকা "ঐতিহ্যের অভিযাত্রা" উন্মোচন জুবিলীর আয়োজনকে আরো আকর্ষণীয় ও অর্থপূর্ণ করে তুলে। প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ বক্তব্যে বলেন, ১২৫ এটি শুধু একটি সংখ্যা নয় বরং এটি একটি বন্ধন, গৌরব, সাফল্য ও ঐতিহ্যের প্রতীক। প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, একটি প্রতিষ্ঠান যখন ১২৫ বছর অতিক্রম করে তখন তা কেবল একটি দালান থাকেনা বরং তা হয়ে ওঠে একটি জনপদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এছাড়া বিশেষ অতিথির ভাষণে গাজীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মো: মাসুদ ভূঁইয়া উক্ত দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে নিমন্ত্রিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, এটিএম কামরুল ইসলাম এবং প্রাণ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব মো: ইলিয়াশ মৃধা। প্রধান শিক্ষিকা, গেস্ট অব অনার এবং বিশেষ অতিথি ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে জুবিলী কেক কাটার মধ্যদিয়ে জুবিলীর বর্নাট্য আয়োজনকে অর্থপূর্ণ করে তুলেন। অনুষ্ঠানে এসএমআরএ সংঘের সুপিরিওর জেনারেল সিস্টার মেরী শুভ্রা এসএমআরএ, প্রাক্তন সংঘকর্ত্রীগণ, সংঘের কাউন্সিলরসহ সিস্টারগণ, ডক্টর বেনেডিক্ট আলো ডি রোজারিও'সহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সকালের অধিবেশনে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত, গীতা পাঠ এবং বাইবেল পাঠ করা হয়। এবং বিকালের অধিবেশনে ছিল প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মৃতিচারণ, ইতিহাস সমৃদ্ধ থিম সং ও মহুয়া সুন্দরী নৃত্যনাট্যের চমৎকার পরিবেশনা। এছাড়া ডকুমেন্টারি ফিল্ম সো এবং লটারি ড্র অনুষ্ঠান জুবিলীর আকর্ষণকে শতধারায় বাড়িয়ে তুলে। জুবিলী উদ্‌যাপনকারী কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আহ্বায়ক বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও'র ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ১২৫ বছর পূর্তি উৎসবের আনন্দময় সমাপ্তি ঘটে।

বিশ্ব নিবেদিত জীবন দিবস উদ্‌যাপন

অপু রোজারিও: গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার বিসিআর কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব নিবেদিত জীবন দিবস ঢাকা অঞ্চলে অতি আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়। বিভিন্ন ধর্মসংঘের ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও বিভিন্ন গঠন গৃহের সেমিনারীয়ান এবং এ্যাস্পাইরেন্ট'সহ মোট তিনশত জনের মতো এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নিবেদিত জীবন দিবস শুরু হয়। "খ্রিস্টে নিবেদিত, আশায় আলোকিত" এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার রিপন রোজারিও এসজে। তিনি বলেন, নিবেদিত জীবনের আশায় আলোকিত হওয়ার জন্য প্রতিটি কাজ নিঃস্বার্থভাবে করার মধ্য দিয়ে এই আলো ছড়ান ও নতুন আশায় সবার জীবন আলোকিত করা এবং জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে, এমনকি নিরাশার অন্ধকারেও সুখের প্রত্যাশা না হারিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া। অতঃপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জেমস ক্রুশ সিএসসি। উপদেশ বাণীতে তিনি বলেন, একজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষের জীবন হলো অন্যের জন্য আলোর দিশারী। এতে আছে আত্মত্যাগ, কঠিনতার মধ্যেও এগিয়ে চলার সাহসই নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য। এই পর্ব উপলক্ষে নিবেদিত জীবনে উৎসর্গীকৃত

ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, যিশুকে যেভাবে মা-মারীয়া ও সাধু যোসেফ মন্দিরে উৎসর্গ করেছিলেন; তেমনি সেই উৎসর্গীকৃত জীবনে তারা স্বইচ্ছায় এই জীবন বেছে নিয়েছেন। এবং এই নিবেদিত জীবন তারা খুবই আনন্দ ও হাসিখুশি ভাবে জীবন-যাপন করছেন। তারা অন্তরে পরিপূর্ণভাবে শান্তি ও ঐশ ভালবাসা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে যিশুর সেবা ও মিশনকাজে অংশগ্রহণ করছেন। একই সাথে তারা বর্তমান যুবক-যুবতীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছেন যেন আরও অনেক যুবক-যুবতী নিজেদেরকে নিবেদিত জীবনে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে যিশুর সেবাকাজ ও মিশনকাজে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেন। পরিশেষে, এই প্রোগ্রামকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্য গঠিত কমিটিসহ উপস্থিত সকলকে বিসিআর-এর প্রেসিডেন্ট সিস্টার পুষ্প গমেজ সিএসসি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বেদীসেবকের সেবাদায়িত্ব ও শুভ্র পোশাক লাভের অনুষ্ঠান

রুবিনয় আন্দ্রিয় হাদিমা: ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে ঐশতত্ত্ব ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত ১৩ জন সেমিনারীয়ান বেদীসেবকের সেবাদায়িত্ব ও শুভ্র পোশাক লাভ করে। উল্লেখ্য, যারা বেদীসেবকের সেবাদায়িত্ব ও শুভ্র পোশাক লাভ করেছে তারা হলেন- আলবেন ইন্দোয়ার (শ্রীমঙ্গল), বিনিময় নানোয়ার (শ্রীমঙ্গল), চিরোনজিৎ দফাদার (ভবরপাড়া), দীপ ইউজিন রোজারিও (নাগরী), দিব্য গমেজ (রাঙামাটিয়া), ফিলিমন বাস্কে (কৃষ্ণবল্লভ), লর্ড সিমসাং (জলছত্র), মিল্টন গমেজ (রানীখং), অনিক ম্রং (নলুয়াকুড়ি), পার্থ হাগিদক (শ্রীমঙ্গল), রিকি রোজারিও (পাগার), রনেশ জেত্রা (রাজাই) ও রনি রংদী (নারিকেলবাড়ী)। অতঃপর এই আনন্দঘন দিনে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ডিডি পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং প্রায় পঁচিশ জন যাজক, সিস্টারগণ, বেদীসেবকের সেবাদায়িত্ব লাভকারী সেমিনারীয়ানদের আত্মীয়স্বজনসহ অনেক সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় উপদেশ বাণীতে বলেন, "বেদীসেবক পদ যারা লাভ করে তারা বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় এবং খ্রিস্টের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক হয়। খ্রিস্টযাগে যে খ্রিস্ট উপস্থিত হন সেই খ্রিস্টকে জানতে, বুঝতে ও তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।" এছাড়াও তিনি বেদীসেবকের সেবাদায়িত্ব ও শুভ্র পোশাকের তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং প্রার্থীদের সেবাদায়িত্ব বিষয়ে সচেতনতা ও বিশ্বস্থতার সাথে পালন করার আহ্বান জানান।

উপদেশের পর প্রার্থীরা উপস্থিত যাজকগণ, সিস্টারগণ এবং সকলের সামনে সম্মতি প্রকাশ করে। এরপর বিশপ বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের হাতে সারপ্লেস ও পানপাত্র তুলে দেন। বেদী সেবকের সেবাদায়িত্ব লাভ করার মধ্য দিয়ে একজন সেমিনারীয়ান মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত বেদীসেবক হয়ে উঠেন। উল্লেখ্য, একজন বেদী সেবক পবিত্র খ্রিস্টযাগের সময় পুণ্য বেদীতে যাজককে সাহায্য করতে পারে। খ্রিস্টযাগে প্রয়োজন হলে খ্রিস্টভক্তদের খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণে পুরোহিতকে সাহায্য করতে পারে এবং অসুস্থদের জন্য পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ নিয়ে যেতে পারেন এবং তাদেরকে খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করতে পারে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে, সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজ-এর ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মুণ্ডমালাতে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনব্যাপী পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস

ফাদার উজ্জ্বল কনস্টানটাইন গমেজ: ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী ধর্মপল্লী, মুণ্ডমালাতে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনব্যাপী পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস। এতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ১৬২ জন শিশু এবং ২০ জন এনিমেটর, স্যার-ম্যাডাম, ফাদার সিস্টারগণ অংশগ্রহণ করেন। সঞ্চালকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন জেমস্ মার্ডী স্যার। ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে নাম নিবন্ধন, সন্ধ্যা প্রার্থনা, উদ্বোধনী নৃত্য, শুভেচ্ছা বক্তব্য, পরিচয়পর্ব, গানক্লাস ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে খ্রিস্টযাগের পূর্বে "শিশু যিশু স্কুল" প্রাঙ্গন থেকে র‍্যালী করা হয়। খ্রিস্টযাগে পাল-পুরোহিত ফাদার বার্নাড টুডু মূলসুরের উপর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান যুগে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছে সময় চায়, তেমনিভাবে ছেলে-মেয়েদেরও সময় দিতে হবে। তিনি গুরুত্বারোপ করেন শিশুরা সহজ-সরল, তারাই স্বর্গের নাগরিক। খ্রিস্টযাগের পর ওয়ার্ল্ড ভিশনের সম্মানিত একজন নারী কর্মকর্তা শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে উপস্থাপনা করেন। ফাদার উজ্জ্বল গমেজ বলেন, শিশুরাও প্রেরণকর্মী। তারা প্রার্থনা, সেবাকাজ ও একে অপরকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে যিশুখ্রিস্টের কাজে অংশগ্রহণ করে। যিশু শিশুদের ভালোবাসেন তা সিস্টার এলিজাবেথ পোস্টার পেপারে ছবি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। এরপর দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বাইবেল ভিত্তিক নাটিকা, শ্রেণিভিত্তিক ধর্মশিক্ষা করানো হয়। এছাড়া মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শেষে পুরস্কার বিতরণী, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সকলে একে অপরের কাছ থেকে আশীর্বাদ দানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

"প্রিয় মা-বাবা তোমাদের রুবি জয়ন্তীতে রইল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।"

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়া, কৃপা ও আশীর্বাদে আমাদের বাবা ও মায়ের বিবাহিত জীবনের রুবি জয়ন্তীতে আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের বাবা-মায়ের জন্য ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি। সবার কাছে আমাদের বাবা মায়ের জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ রইল। একইসাথে আমরা আমাদের বাবা মায়ের শারীরিক সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করি।

বড় মেয়ে : ন্যান্সি রোজারিও
বড় মেয়ের জামাই : সোহেল স্যামুয়েল কস্তা
মেয়ে- প্রজাপতি কস্তা, ছেলে-সায়াহ্ন কস্তা।
বড় ছেলে : রেক্সি বি. রোজারিও
বড় ছেলের বউ: ডেইজী আরেং,
ছেলে- ঋষি রোজারিও।
মেজো ছেলে : তুহিন রোজারিও।
ছোট ছেলে : ইয়ং জেরবাসি রোজারিও
ছোট ছেলের বউ : মেরি রোজারিও
ছেলে - আব্রাহাম রোজারিও।
ছোট মেয়ে : পলিনা ক্যাথারিনা রোজারিও
ছোট মেয়ের জামাই: রিপন রোজারিও
মেয়ে- রিয়ানা রোজারিও

বিজ্ঞ/৩১/২০২৬

৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'

প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু
জন্ম : আগস্ট ১৭, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া

আমরা কেউ তোমাকে এখনও ভুলতে পারিনি। তোমার আদর্শ, খ্রিস্টীয় গঠন ও জীবন-যাপনের কথা আজও আমরা মনে রেখেছি। তুমি ছিলে অতীব ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, ত্যাগী, কর্মঠ, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রার্থনাপূর্ণ ধার্মিক। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমার সন্তানেরা আজ প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবার কাজে নিয়োজিত।

তোমার সাথে একাত্ম হয়ে স্বর্গসুখ পেতে আমাদের ঠাকুমা-ও চলে গেছে তোমার সাথে পরম পিতার কাছে।

স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে (ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা) আমরা এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে পারি।

ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই
শোকার্ত পরিবারবর্গ
ব্রাইট, প্রিয়ন্তি, প্রসিত, রনব সহ সকল
নাতি-নাতনীরা এবং তিন ফাদার, তিন সিস্টারসহ সকল সন্তানেরা।

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ০৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 06
Regd. No. DA-33
❖ 22 -28 February, 2026, ৯ - ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

ফেব্রুয়ারি
১৮ ভস্ম বুধবার
২৪ বিশপ মাইকেল অতুল ডি'রোজারিওর মৃত্যুবার্ষিকী

মার্চ
১৭ ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্বদিবস
১৮ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর মৃত্যুবার্ষিকী
১৯ সাধু যোসেফের মহাপর্ব
২৫ প্রভুর আগমন সংবাদ মহাপর্ব
২৯ তালপত্র রবিবার

এপ্রিল
১ পাওলার সাধু ফ্রান্সিস
২ পুণ্য বৃহস্পতিবার
৩ পুণ্য শুক্রবার
৪ পুণ্য শনিবার
৫ পুনরুত্থান রবিবার
১১ সাধু স্ট্যানিসলাউস বিশপ এবং ধর্মশহীদ
১২ ঐশ করুণার রবিবার
২৬ বিশ্ব আহ্বান দিবস
৩০ সাধু ৫ম পিউস

মে
১ শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব
৮ পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও'এর পোপীয় পদাভিষেক দিবস (২০২৫)
১৩ ফাতেমা রাণীর পর্ব
১৪ প্রেরিতদূত সাধু মাথিয়াস
১৭ প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব
২৪ পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব
৩০ ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎকার পর্ব
৩১ পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব

জুন
৭ খ্রীষ্টের পুণ্য দেহ-রক্তের মহাপর্ব
৯ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি-এর মৃত্যুবার্ষিকী
১১ প্রেরিতদূত সাধু বার্ণাবাস
১২ যীশু হৃদয়ের মহাপর্ব
১৩ পাদুয়ার সাধু আন্তনী, যাজক মহাচার্য
১৩ ধন্যা কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়, স্মরণদিবস
২১ বাবা দিবস
২৪ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব মহাপর্ব
২৬ মহরম আশুরা
২৯ প্রেরিতশিষ্য সাধু পিতর ও পল মহাপর্ব

জুলাই
৩ প্রেরিতদূত সাধু টমাস-এর পর্ব
৪ পর্তুগালের সাধ্বী এলিজাবেথ
৬ সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
৯ সাধু আগষ্টিন ঝাও রং যাজক ও সঙ্গীগণ
১১ সাধু বেনেডিক্ট মঠাধ্যক্ষ
১৬ কার্মেল রাণী ধন্যা কুমারী মারীয়া
২২ সাধ্বী মেরী ম্যাগডালিন, পর্ব
২৫ প্রেরিতদূত সাধু যাকোব পব
২৯ সাধ্বী মার্থা, সাধ্বী মারীয়া ও সাধু লাজার

আগস্ট
৪ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী
৫ মারীয়ার নামে নিবেদিত মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
৬ প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর পর্ব
১৬ ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২২ বিশ্বরাণী মারীয়া স্মরণ দিবস
২৭ সাধ্বী মনিকা স্মরণ দিবস
২৯ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের শিরচ্ছেদ, স্মরণদিবস

সেপ্টেম্বর
২ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ মাদার তেরেজা
৮ কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব
২৮ সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ মহাদূতগণ মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল, পর্ব

অক্টোবর
২ রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণদিবস
৭ জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব
১৮ বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
২৮ সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতশিষ্য পর্ব

নভেম্বর
১ নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পর্ব
১৮ সাধু পিতর ও সাধু পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
২১ ধন্যা কুমারী মারীয়া নিবেদন পর্ব
২২ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
৩০ প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রেয় পর্ব

ডিসেম্বর
৮ কুমরী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব
২৫ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন
২৮ শিশু সাক্ষ্যমরদের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায় দিবসসমূহ

মার্চ
১৯-২১ ঈদ-উল-ফিতর
২৬ স্বাধীনতা দিবস

এপ্রিল
১৪ বাংলা নববর্ষ

মে
১ বিশ্ব শ্রমিক দিবস
১০ মা দিবস
১৭ বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
(২৫-২৭) ঈদ-উল আযহা
২৯ সম্প্রীতি দিবস

জুলাই
২৬ বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস

আগস্ট
৯ বিশ্ব আদিবাসী দিবস

সেপ্টেম্বর
৪ জন্মাষ্টমী

অক্টোবর
২১ দুর্গা পূজা

নভেম্বর
১৫ বিশ্ব দরিদ্র দিবস

ডিসেম্বর
১০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ বিজয় দিবস

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org